সঙ্গীতামৃত।

অর্থাৎ

বিবিধ রাগ রাগিণীযুক্ত সঙ্গীত পদাবলি।

পকুইবেহালা নিবাসী

শ্রীদেবনারায়ণ দত্ত

প্রণীত।

'সংগীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ, সাক্ষাৎ পশুঃপুচ্ছবিষাণ হীনঃ।
চরত্যসৌ কিন্তু তৃণং ন ভুংক্তে পরম পশূনামপি ভাগ্যহেতুঃ ॥'

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils."

SHAKSPERE.

কলিকাতা:

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১২৮২ সাল।

[মূল্য আট আনা।]

সঙ্গীতামৃত।

অর্থাৎ

বিবিধ রাগ রাগিণীযুক্ত সঙ্গীত পদাবলি।

পরুইবেহালা নিবাসী

শ্রীদেবনারায়ণ দত্ত

প্রণীত।

"সংগীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ, সাক্ষাৎ পশুঃপুচ্ছবিষাণ হীনঃ।
চরত্যসৌ কিন্তু তৃণং ন ভুংক্তে পরম পশুনামপি ভাগ্যহেতুঃ॥"

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils."

SHAKSPERE.

কলিকাতা:

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

১২৮২ সাল।

পরমারাধ্য ভক্তি ভাজন।

পিতৃ পুরুষ মহাত্মগণের।

প্রাতঃ স্মরণীয় নামে।

এই সঙ্গীত গ্রন্থ।

উৎসর্গী কৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীতামৃত প্রচারিত হইল। আরাধ্য দেবদেবী বিষয়িনী গীতিকার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, অবকাশ অনুসারে উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় বিবিধ রাগ রাগিণী যুক্ত যে সঙ্গীত ও পদাবলি রচনা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে একত্র সংগৃহীত হইয়া এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি বিশিষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি। এক্ষণে ইহা বিজ্ঞ সমাজে পরিগৃহীত হইলেই সমুদয় পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শরীর নিতান্ত অপটু থাকাতে আমি স্বয়ং এই পুস্তকের প্রুফ্ সংশোধন করিতে পারি নাই; এতন্নিবন্ধন স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনের দোষ রহিয়াছে। ভরসাকরি সামাজিকগণ তাহা স্বয়ংই সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি।

২৫ এ অগ্রহায়ণ
সন ১২৮২ সাল।

শ্রীদেবনারায়ণ দত্ত।
পকুই বেহালা।
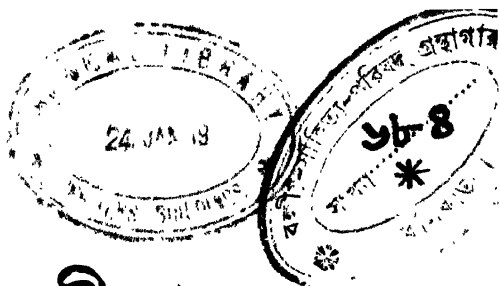
সঙ্গীতামৃত।

ব্রহ্ম-নিরূপণ।

কি কব তোমার লীলা কিছু না বুঝা যায়।
স্বয়ং ব্রহ্মমা গো তুমি আদ্যাশক্তি সবে কয়॥

এক ব্রহ্ম নিরাকার, থাকি জলধি উপর, কোটী সূর্য্য তেজস্কর, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শিখার ন্যায়। সেই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, মানসে দ্বিখণ্ড হয়, দক্ষিণ খণ্ডে পুরুষ তেজোময়, বাম খণ্ডে প্রকৃতি শক্তি হলে মাতায়॥ নিরাকারে হলে স্বাকার, মানস হলো সৃষ্টি করিবার, সে পুরুষ হলো তেজস্কর ত্রিদেব হলেন ইচ্ছায়। আদ্যা শির পঞ্চানন দ্বিতীয় সহস্র শির বিষ্ণু ভগবান, তৃতীয় বিষ্ণু অংশে হলেন চতুরানন, কিন্তু শক্তি গুণ ছিল না তাঁদের সে সময়॥ সত্ত্ব রজতোমগুণ, দিয়ে আপন শক্তি গুণ, ত্রিদেবে করিলেন অর্পণ, তুমি ব্রহ্মমায়াময়। পেয়ে তব শক্তি গুণ, বিধি সৃষ্টি করিলেন বিষ্ণু করিলেন পালন, সংহার কর্ত্তা শিব বিনা অন্য নয়, ত্রিদেব অংশে যত দেব, তব শক্তি অংশে দেবি সব, এতে নহে অন্য ভাব সকলি হন ব্রহ্মময়, ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু বরুণ আর রবি দেব হুতাশন, আর ধর্ম্মাদি হন শমন॥ তেত্রিশ কোটী

দেবগণনায়, ভেদাভেদ যে বা কয়, সে মূঢ় না বুঝিতে পারে, জ্ঞান হীন বলি তারে, সে তো সজ্ঞানের জ্ঞানে নয়, ব্রহ্ম বস্তু নিরাকার, হয়ে অংশ অবতার, জীবকে করিতে নিস্তার হলেন ব্রহ্ম কায়াময়। যখন হইবে প্রলয়, শত সূর্য্যের উদয়, তেজে জীব কোথায় রয়, সবে হবে ভস্মময়, হবে যখন জলময়, রবেন ব্রহ্মতেজোময়॥ জীব জন্তু সমুদয় সেই ব্রহ্ম তেজেতে হবে মা লয়॥ দেবদত্ত জ্ঞান হীন, করিলেক ব্রহ্মনিরূপণ। যদি লয় সাধুর মন, তবেত সার্থক হয়॥ যদি বলেন এ ঘটনা, মিথ্যা করেছ রচনা, এই যদি হয় বিবেচনা, তবে কেন ব্রহ্মময়ী মা তোমায় বেদে কয়॥

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল চৌতাল।

জিনি ব্রহ্ম তেজোময় হয়েন করণ কারণ। প্রকৃতি পুরুষ তিনি; লীলাতে হন অবতীর্ণ॥ তাঁহার অর্দ্ধ তেজেতে প্রকৃতি, বেদে কয় যাঁরে আদ্যাশক্তি; ধরিলেন ব্রহ্ম স্ত্রী মূরতি; ত্রিগুণেতে পরিপূর্ণ॥ আর অর্দ্ধ অঙ্গ হয় তেজ পুরুষ, বিষ্ণু ও মহেশ; ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ; অংশে দেব দেবীগণ॥ ভাবিতেছি এই মনে; ব্রহ্মকায়ারূপ ধরিলেন কেনে; জানিলাম সৃষ্টি কারণ জন্য; আর নরলোক উদ্ধার কারণ॥ যে দেব দেবীর রূপ করেছেন ধারণ; তাঁদের বীজমন্ত্র আছে নিরূপণ; সে বীজমন্ত্রে করিলে সাধন; এড়ায় সে

জন ভব-বন্ধন॥ যদি বল স্বয়ং ব্রহ্ম না ভজ কেন; তিনি তেজোময় আকার বীজহীন; তাঁর ভজনা কি বল শূন্য; দেব দেবীর সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি না হয় কদাচন॥ জন্মিয়া লোক ভব সংসারে; যে যে দেবীর ভজনা ইচ্ছা করে; তাঁদের বীজ মন্ত্র গুরু দীক্ষা দিলে পরে; তাঁদের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সেই জন॥ দেবদত্ত বলে শুন; ব্রহ্ম রূপ কায়া ধরা সে কারণ; যত দেখ দেব দেবীগণ; স্বয়ং ব্রহ্ম বলে তাতেই হয় যেন ব্রহ্ম জ্ঞান॥

শ্যামা-বিষয়।

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

বল কার রমণী সমরে। এলোকেশী দিগম্বরী মেয়ে হয়ে রণ করে॥ এমন মেয়ে সাহসী, করে লয়ে তীক্ষ্ণ অসি, একাকী সমরে পশি সৈন্য আমার সংহারে। বামার দেখে বিকট বদন, ভয়ে আগু না হয় সৈন্যগণ, আমি নিজে করবো রণ সে মেয়েকে কেবা ভয় করে॥ দেবদত্ত বলে দৈত্যপতি, সে মেয়ের হাতে না পাবে নিষ্কৃতি, কালীরূপে ভগবতী, নাশিতে এসেছেন তোমারে॥

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

এ মেয়ে সামান্য নারী নয়, অপরূপ রূপ নহে দেখেছ হে কে কোথায়। এ নহে সামান্য নারী, জ্ঞান হয় পরমেশ্বরী, বামা কটাক্ষেতে সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তে পারে লয়॥ চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, এলোকেশী বিবসনা, হাতে অসি অট্টহাসি হুহুঙ্কারে লাগে ভয়। অসিত বরণী শ্যামা, ত্রৈলোক্যমোহিনী বামা, বামার মুখ চন্দ্রে কোটী যেন হয়েছে উদয়। যদি ইচ্ছা হয় করিতে রণ, না পাবে হে পরিত্রাণ, তোমার রক্ত বীজ সৈন্যগণ, বধিবেন হেলায়, শুন দৈত্য মহারাজ, রণেতে নাহিক কাজ, ক্ষণেক না কর ব্যাজ, পলাও নিজালয়॥ বলি শুন দৈত্যমণি, ইনি জগত-জননী, যদি ভবার্ণবে পার হবে ধর মায়ের রাঙ্গাপায়॥

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

কলুষনাশিনী কালী কাল-ভয়-নিবারিণী। কালী কালী মহাকালী কালী কালান্তকারিণী॥ কালী কান্তি কপালিনী; চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী, শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী, কাল করালবদনী। যে বা

কালীর নাম লয়, না থাকে তার কালের ভয়,
কাল যে হয়ে সভয় পলায় কালীর নাম শুনি,
এমন যে কালীর নাম, লইতে না কর বিশ্রাম,
অন্তে পাবে মোক্ষধাম জপ কালী ত্রিনয়নী।

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

একি অপরূপ শ্যামা দেখি যে মা তোমারে।
পতি'পরে পদ থুয়ে মগ্ন মা সমরে॥ চতুর্ভুজ
রূপ প্রকাশি, বাম করে ধরে অসি, অসুরের মুণ্ড
আকর্ষি, ছেদন করে রেখেছ করে, আর যত
দৈত্যগণ, করিয়ে শিরশ্ছেদন সেই শিরে মালা
গ্রন্থন, গলে রয়েছ মা পরে॥ মা নয়ন করে
আরক্ত, রণেতে হইয়ে মত্ত, দলিলে সকল দৈত্য,
যেন মত্ত করিবরে॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল মধ্যমান।

ও মা কালি মুণ্ডমালী দেখি পাগলিনীর প্রায়।
এলোকেশ ভীম বেশ করাল বদনী তায়॥ উন্মত্তা
হইয়ে রণে, অগ্নি জ্বলে ত্রিনয়নে, সে অগ্নিতে
দৈত্যগণে, করিলে মা ভস্মময়॥ ও মা সংহারি
সকল দৈত্য, আরম্ভিলে মহা নৃত্য, সে নৃত্য বিষম

নৃত্য, ধরা ধরাতলে যায়॥ শিব আসি হেন কালে, পতিত মা পদ তলে। তাই ধরণী রক্ষা পেলে, শিবে হইয়ে সদয়॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল মধ্যমান।

আদ্যা শক্তি মহামায়া কালী করাল বদনী। লোলরসনা শিবে নয়ান রক্ত বরণী॥ এলোকেশ চামর মত, দ্বিকসে রক্ত পতিত, দন্তপাতি যেন মুক্ত, তাহে তিমিরবরণী॥ চতুর্ভুজ অসি করে, মুণ্ডমালা গলে পরে, দৈত্য হস্ত বেড়া কোমরে, বিবসনা উলঙ্গিনী॥ বলে মাগো দেবদত্ত, কালী রূপে বধিলে দৈত্য, কি জানি তব মাহাত্ম্য, না জানেন শূলপাণি॥

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

অসিত বরণী শ্যামা আশুতোষ-গৃহিণী। কমলাস্য মৃদুহাস্য যেন স্থির সৌদামিনী॥ কুঞ্চিত চিকুর জালে, মুণ্ডমালা শোভে গলে, শব শিশু কর্ণ দোলে, হুঙ্কারে কাঁপে মেদিনী। রণ-প্রিয়ে রণে মত্ত, যেন পদ্মবন ভাঙ্গে গজ মত্ত॥ তেমতি দলিলে দৈত্য, নিস্তারিলে ধরণী। দেবদত্ত বলে

মার, মহিমা কিছু বুঝা ভার, হন ব্রহ্মসারাৎসার, ইচ্ছাতে শক্তি রূপিণী।

রাগিণী মল্লার—তাল পোস্তা।

অনন্ত রূপিণী শ্যামা অনন্ত বরণী। অনন্ত মহিমা তব অন্ত না পান শূলপাণি॥ অনন্ত ধর মূরতি, অনন্ত গুণ আদ্যাশক্তি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অঙ্গে স্থিতি, তদন্ত না পান অনন্ত আপনি॥ দেবদত্ত বলে মা শিবে, তোমার অনন্ত লীলা কে বুঝিবে॥ কখন থাক মা কোন ভাবে, চিন্তা না পান চক্রপাণি॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়া।

শ্মশান-বাসিনী কালী, গলে মুণ্ড বিরাজিত॥ বিবসনা দিগম্বরী, শবে শিব কিম্ভুত॥ চতুর্ভুজ কায়া নীরদ, কর পদ রক্ত কোকনদ, মার পার দুই পদ করেছেন স্থাপিত, চতুর্ভুজ অসি ধরা, নানা অলঙ্কার পরা, সর্ব্বাঙ্গ রুধির ধারা, তাহে অতি সুশোভিত॥ দেবদত্ত বলে মা শুন, যে শবে তবে পদার্পণ, শব নয় সে ত্রিলোচন, পদতলে পতিত॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়া।

এস মা দক্ষিণে কালি আমার হৃদ্ পদ্মাসনে॥ তব পাদপদ্ম সদা দেখি আমি জ্ঞান নয়নে॥ তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া; দশ মহা বিদ্যা ধরিলে কায়া; কে বুঝিবে তোমার মায়া; বিধি আদি দেবগণে; তব পতি গঙ্গাধর; দেখে দশ মূর্ত্তি দশ প্রকার; দক্ষ যজ্ঞে অনুমতি দিলেন হর; ভয় পাইয়ে মনে॥ তুমি আদ্যা মহাকালী; বামা কালী নৃত্য কালী; দনুজ দলনে রণ-কালী; রক্ষা কালী শ্মশানে॥ দেবদত্ত বলে মহামায়া; ত্যাগ করি নিদয়া; দয়া করি মা হও সদয়া; কৃতার্থ কর মা এ অধমে॥

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

শব পরে নৃত্য করে উলঙ্গিনী হইয়ে। লাজ নাহি বাসে বামা দেখি না কো এমন মেয়ে॥ এমন বেহায়া নারী; আমার সৈন্য সব সংহারি; সৈন্য শিরে মালা করি; ছাল রহিয়াছে পরিয়ে॥ রক্ত বিজের বিন্দুরক্ত; যদি হত ভূমেতে পড়িত; তাতে রক্তবীজ হত শত শত; তারে বধিলে

জিহ্বা বিস্তারিয়ে॥ শম্ভু বলে নিশম্ভু ভাই; রণে চল আমরা দুই ভাই যাই; বল বীর্য্য বামার দেখ্‌তে পাই, আমাদের বধে কিম্বা আসি বধিয়ে॥ দেবদত্ত বলে ভাল ভাল; রণে এক বার দুই ভাই চল; ইচ্ছা বড় যাবার যমালয়; শমন আছে তোদের শিয়রে দাড়াইয়ে॥

কালীরূপে বিষম রণ শম্ভু নিশুম্ভ সনে। কম্পান্বিত কলেবর যতেক অমরগণে॥ হুঙ্কারে কাঁপে মেদিনী, ত্রিলোক স্তব্ধ শব্দ শুনি, অকালে প্রলয় গণি, দেকেে গেলেন দেব-গণে॥ দেখেন শিবে ষোড়শী বামা, চতুর্ভুজ বরণ শ্যামা যুদ্ধের নাই পরিসীমা, দুষ্ট দৈত্যের সনে রণে॥ ভৈরবী ভীষণ মুর্ত্তি, চপলা চঞ্চলা গতি, এক স্থান নন স্থিতি কভু মর্ত্তে কভু গগনে॥ রণে মত্তা বিবসনা, বিস্তার লোল রসনা, ঘূর্ণিত আঁখি রক্ত বরণা হুহুঙ্কারে ক্ষণে ক্ষণে॥ রক্তবীজের বিন্দু রক্ত, যদি ভুমে হয় পতিত, তাতে রক্তবীজ হয় শত শত, তারে বধিলেন জিহ্বা মধ্য স্থানে, কোপে চণ্ডী হয়ে প্রচণ্ড, বধিলেন চণ্ড মুণ্ড, সৈন্য কেটে করিলেন, খণ্ড খণ্ড, আর ধুম্র লোচনে॥ কারে শূলে কারে বাণে, কারে অসি খরশানে কারে চক্র সুদর্শনে, নিপাতিলেন দৈত্যগণে, সঙ্গে সঙ্গে দানাগণ, তারা বধিলেন যত সৈন্যগণ, কেহ করে রক্ত পান কেহ মত্ত মাংস ভক্ষনে॥ কেহ নখে দৈত্যের চেরে মুণ্ড কেহ ছিন্ন করে, কেহ চর্ব্বন করে দশনে॥ রাগে রণে এলো নিশুম্ভ দৈত্য, ছুড়িলেক বাণ শত শত, কালীর অঙ্গ পরশে হলো সব হত, কুরাল বাণ নাই তার তূণে॥ ক্রোধে

চণ্ডী তার কেশ ধরে, তীক্ষ্ণ খড়্গে মস্তক ছেদন করে, পাঠাই-
লেন যমপুরে, মগ্ন হলেন তার শোণিত পানে॥ দেখে
শুম্ভ কর্ত্তে এলো রণে, তার কেশ ধরি চণ্ডী তুলিলেন গগনে,
সমর করে বহুদিন, তার শিরশ্ছেদ কল্লেন অস্ত্র সুদর্শনে।
সেই শম্ভুর শিরের কেশ আকর্ষণ করে, রাখিলেন আপন
বাম করে, অদ্যাপি তার শির রেখেছেন ধরে, কালী মূর্ত্তি
স্থাপন আছে যে যে স্থানে॥ দৈত্য মুণ্ড সব নিয়ে হাতে
পরিলেন গলে মালা গেথে, দৈত্যের কাটা হস্ত ঘেরে
কোমরেতে, পরিলেন নাড়ি সূত্রে গ্রন্থনে, চৌষট্টি যোগিনী
মেলি, রক্ত পানে কুতূহলি, নৃত্য করে রণ স্থলী আহ্লাদিত
হয়ে মনে, আর দৈত্যগণ ভয়ে করিলেন পলায়ন, কবিয়ে
কালী দৈত্য দলন বাঁচাইলেন দেবগণে, দেবদত্ত এই নিবে-
দন, শমনের ভয়ে কাঁপে প্রাণ, দিয়ে মা কালী শ্রীচরণ মুক্ত
কর ভব বন্ধনে॥

রাগিণী মল্লার—তাল জৎ।

কালী কালী বলরে মন যদি বাঁচবি কালের
হাতে। কালী নামের গুণে রে মন পার হবে
সঙ্কটেতে॥ সে কাল নহে এমন, গ্রেপ্তারি শমন
যেমন, তোমায় ধরিলে না পাবে ছাড়ান রাখ্‌তে
নারিবে ভাই বন্ধুতে॥ যদি বল লুকাইয়ে থাকিব
ঘরে, কে আমারে ধরিতে পারে, সে কাল বসে
আছে তোমার ঘরের দ্বারে, ঘর খুজে ধরে বেঁধে

লবে রজ্জুতে ॥ দেবদত্ত বলে মন, কালী নাম নেও অনুক্ষণ, কালী নামে পলায় শমন, আর আসিবেনা তোমার নিকটেতে ॥

আদ্যাশক্তি মহাকালী, স্বয়ং ব্রহ্ম পরাৎপর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হও মা মুলাধার ॥ ছিলে ব্রহ্মা নিরাকার, মানসে হলে প্রকৃতি আকার, রহি জলধি উপর, ইচ্ছা গেল সৃষ্টি করিবার ॥ সপ্ত পাতালের নিম্ন হতে, মৃত্তিকা তুলে আপন করেতে হংস ডিম্বের ন্যায় এক এক ব্রহ্মাণ্ড গঠে তাতে, ভাসাইয়ে দিলে জলধি উপর ॥ তব অংশে অবতার, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর, দিয়ে তাঁদের আপন শক্তি ভার তুমি কহিলে যাতে সৃষ্টি হয় তাই কর ॥ পেয়ে তব শক্তি গুণ, বিধি সৃষ্টি করিলেন, বিষ্ণুর ভার প্রতিপালন, সংহার কর্ত্তা হলেন হর ॥ আপন অংশে তিল তিল, জন্মাইলে জীব সকল, এ জন্যে জীবের ধ্বংশ নাই কস্মিন্‌কাল, কেবল তুমি সত্য অসার সকল সংশয় ॥ এই সব নিয়মেতে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডতে, অনন্ত কোটী বিধি বিষ্ণু শিবকে তাতে, তুমি ব্রহ্ম স্থাপিত কর ॥ তুমি হও পরম ব্রহ্ম, কে জানে তোমার মর্ম্ম, বাজীকরের ন্যায় তোমার কর্ম্ম, চারি যুগ বই রবেনা আর ॥ দেবদত্ত করে হায় হায়, এমন সৃষ্টি হবে লয়, যখন হবে প্রলয়, তব অংশে জীব সকল, লয় হবে তোমার পুনর্ব্বার ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

কি আশ্চর্য্য রূপ তব ওমা কালী ভবানী। কত রূপ ধর মাগো সংখ্যা কে করিবে গণি ॥ চতুর্ভুজ

ত্রিনয়ন; পৃষ্ঠে কেশ লম্বমান; তপ্ত কাঞ্চন বরণ; শিরে মকুট যেন স্থির সৌদামিনী॥ বাম দ্বিকরে মুণ্ড অসি তীক্ষ্ণ; দক্ষিণ করে অভয় বর দান; গলে মুণ্ডমালা সুশোভন; নয়ান রক্ত বরণী॥ স্বর্ণ-পদ্মাশনে অধিষ্ঠান; রক্ত বস্ত্র পরিধান; গাত্রে নানা আভরণ; মৃদুমন্দ হাস্য বদনী॥ দেবদত্ত বলে মহেশ্বরী; মম গৃহে আছ এইরূপ ধরি; সন্তানানাদর দোষ মার্জ্জন করি; গৃহে থাক জননী॥

স্বয়ং ব্রহ্মা ত্বংহি দুর্গা জগদ্ধাত্রী রূপিণী। স্বইচ্ছায় প্রকৃতি মূর্ত্তি হলে ব্রহ্মা সনাতনী॥ কি কব তব লাবণ্য; যেন উজ্জ্বলাদিত্য বরণ; চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন; মুক্তকেশ চামর জিনি॥ আরক্ত বর্ণ দ্বিপাদপদ্ম; স্বর্ণ নূপুর তাহে বিরাজিত; অঙ্গুলি চম্পককলি মত; নখে চন্দ্র আপনি॥ মাজা ক্ষীণ যেন কেশরী; তাহে তব নিতম্ব ভারি; ত্রিবলি কি মনহারি; সুকমল বদনী সুললিত তব চতুর্ভুজে; জড়াও অলঙ্কার সাজে; তাহে মুণিমুক্তা হীরার তেজে; মনে হয় দিনমণি॥ আরক্ত বর্ণ চতুর্কায় আসি চক্রাদি আছে শূলধার; সিংহারূঢ় পদ্মোপর; উপবিষ্ট সিংহবাহিনী॥ কিবা তব চন্দ্রানন; দ্বিওষ্ঠ রক্ত বরণ; নাসা বাসির গঠন; নেত্র ভুরু কপাল সিন্দুর বিন্দু; যেমন তম নাশে শরত্ ইন্দু; তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু; অমল হাস্য বদনী॥ শিরে মুকুট শোভান্বিতা; মানি মাণিকেত জড়িত; শত চন্দ্রের উদয়মত; তেজ চন্দ্রকান্ত মনি॥ গলে গজমতি হার; গণিতে হয়

সপ্তনর ; পরিধান রক্তাম্বর ; মাজে মাজে সূর্য্যমণি॥ দেবদত্ত বলে আগ্যাশক্তি ; তোমা বিনা নাই গতি; আমাকে কর মা মুক্তি ; ত্বংহি কৈলাশ বাসিনী ॥

ওমা সুরধুনী গঙ্গা নিস্তার মা পুণ্যবানে। আমি পাপী নরাধম ; ত্রাণ পাব মা কেমনে ॥ যে লোক পুণ্যবান হয় ; তার পুণ্য বলে সে তরে যায় ; তারে ত্বরাতে নয় মা ভারি দায় ; সুখ্যাতি রয় ত্বরাইলে পাপিগণে ॥ আমি আজন্ম পাপেতে রত ; কুকর্ম্ম করেছি কত ; ধর্ম্মাধর্ম্ম না ছিলাম জ্ঞাত ; পাপের ফল দেয় কঠিন শমনে ॥ ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ ; তোমা বিনে কে করে ত্রাণ ; ব্যাধি মুক্তি সৌদাস রাজ ; মুক্ত হলো তব বারি পরশনে ! তব দর্শনেতে পাপ ক্ষয় ; পর্শন জীব মুক্ত হয় ; অবগাহনে কি ফলোদয় ; না জানে পঞ্চাননে। তুমি গঙ্গা ভাগীরথী ; ভগীরথ আনিল তোমায় ক্ষিতি ; কত পাপীর হলো বৈকুণ্ঠে গতি ; উদ্ধারিলে সগর সন্তানে। দেবদত্ত কহে মা সুরধুনী, পাপীকে ত্বরাতে এসছ মা অবনি ; তোমা ভিন্ন মা নাহি জানি ; ত্বরাতে হবে নিজগুণে ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কি অপরূপ রূপ তব ওমা গঙ্গা তরঙ্গিণী। বরণ উজ্জ্বল জেন স্থির কটি সৌদামিনী। চতুর্ভুজ শ্বেত বর্ণ ; নির্ম্মল তব ত্রিনয়ন ; পৃষ্ঠে দীর্ঘ কেশ পাশ ; শিরে মুকুট সূর্য্যকান্তমণি। আরক্ত কর্ণ পদ কর ॥ রক্ত বর্ণ ওষ্ঠাধর ; কজ্জ্বল রেখা নয়ন

পর; মৃদু হাস্য বদনী॥ পরিধান পীতাম্বর; হস্তে শংঙ্খ চমৎকার; গলে গজমতি হার; তাহে মকর বাহিণী॥ দেবদত্তের খেদমনে; তব রূপ দেখতে পেলে না নয়নে; দেখা দিও অন্তিমে; ওগো ভীষ্ম-জননী॥

ওমা অন্নপূর্ণা শিবে কাশী ধাম বাসিনী। কাতরে কিঙ্করে ডাকে হের গোমা ত্রিনয়নী॥ আমায় পাঠায়ে মর্ত্ত্য সংসারে; বদ্ধ রেখেছো মায়া কারাগারে; মুক্ত হব কি প্রকারে; বল দেখি জননী। মায়াতে হইয়া মত্ত কারাতে হইয়ে বদ্ধ; না জানিলাম তব পাদ-পদ্ম; মিছে কাযে হল মা কাল গত; সংসার ভাবনা দিবা রজনী॥ মা হয়ে রাখিলে কারায়; কার মা এমন রাখে তনয়; তাই বল দেখি গো মা আমায়; ওমা শিবে মহেশ্বরী। এখন না জানিলাম সার; তুমি মুক্তির মুলাধার; দেবদত্তের পরিহার; মূক্তকর মুক্তি-দায়িনী॥

ওমা অন্নপূর্ণা গৌরী; তোমার ছলনা বুঝিতে নারি। আমি কি জানিব নর, না জানেন ইন্দ্রাদি শ্বর॥ ব্যাস দেব তব কাশী হেরি; তোমাদিগের তুচ্ছ করি; মনে মনে এই বিচারি; আমি করিব এমনি কাশীপুরী॥ বলে গঙ্গার পূর্ব্ব ধারাতে; লাগিলেন কাশী নির্ম্মাইতে; যে জীব মরিবে আমার এই কাশীতে অনায়াসে যাবে স্বর্গপুরী॥ তুমি মাতঃ অন্তঃযামী; হয়ে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণী; গিয়া জিজ্ঞাসিলে ওহে মুনী, কি করিতেছ বল ত্বরা করি॥ ব্যাস বলে তবে শুন; দ্বিতীয় কাশী করি নির্ম্মাণ; এস্থলে জীব ত্যাজিলে প্রাণ;

সে জাবে অমরা পুরি॥ কীট পতঙ্গ আদি; এ স্থানে প্রাণ ত্যাজে যদি, অনায়াসে ভব নদী; পার হয়ে জাবে স্বর্গ পুরী॥ তুমি জিজ্ঞাসিলে যত বার; কহিল মুনী ঐ রূপ তত বার; যেন না শুনে জিজ্ঞাসিলে পুন রায়; কি গতি হবে এখানে মরি॥ তখন রাগে ব্যাস দেব কয়; এখানে মলে গাধা হয়; তথাস্তু বলে দিলে সায়; অদৃশ্যে গেলন নিজ পুরী॥ তখন মুনি দেখেন ধ্যান করে; অন্নপূর্ণা ছলিয়া গেলেন আমারে; কি করিব আর কাশী করে; সেই অবধি নাম হল, ব্যাস কাশী পুরি॥ দেবদত্তের এই বাসনা; করনা মা আমায় ছলনা; তোমা ভিন্ন মা জানিনে যে; প্রাণ ত্যাজি মা তোমার কাশী পুরী॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

আদ্যাশক্তি ওমা শিবে তুমি ব্রহ্ম সনাতনি। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের তুমি শক্তি-প্রদায়িনী॥ নিজে ধর তিন গুণ, ত্রিদেব দিলে ত্রিগুণ, আপনি নির্গুণ; কিন্তু সর্ব্ব গুণেতে মা শুনি॥ পেয়ে ব্রহ্মা শক্তিগুণ, সৃষ্টি করিলেন পত্তন, পালনার্থে নারায়ণ; শিব সংহারেন প্রাণী॥ ওমা তুমি যারে দাও শক্তি, সে জানে আপন শক্তি, অনায়াসে হয় মুক্তি, বেদাগমে এই শুনি॥ তুমি যারে না দেও শক্তি, সে জানেনা তব ভক্তি, কভু সে জন না পায় মুক্তি, ফেরে অসিত লক্ষ যোনি॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

তার মা তনয়ে তারা ওগো শিব-সিমন্তিনি॥ পড়েছি মা ভব কূপে ত্রাহি কুল কুণ্ডলিনি॥ হর প্রিয়ে হৈমবতী, ওমা শ্যামা ভগবতী, মহাবিদ্যা ধুমাবতী, ওমা হর-মনোমোহিনি। শঙ্করি শঙ্কর-জায়া ক্ষেমঙ্করি মহামায়া শুভঙ্করি মা শঙ্করি ওমা সুরবন্দিনি॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

দেহি মে চরণ ছায়া ওমা দুর্গা মহামায়া। দয়া-ময়ি হয়ে মাগো না হও নির্দ্দয়া॥ দুর্গে শিবে ক্ষমা ধাত্রি; তুমি মা ত্রিজগৎকত্রী, জয় দুর্গা জগদ্ধাত্রি, ওমা গিরি রাজ-তনয়া। দুর্গতি-নাশিনি দুর্গে, পড়েছি মহা দুর্গে, কৃপা করে মমভাগ্যে হও মা দুর্গে সদয়া॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

ভব ভয়ে তার-তারিণী। শিবানি সর্ব্বানি ওমা তুমি মোক্ষ দায়িনী॥ ওমা কৈলাস বাসিনি, ভব ভয় বিনাশিনি॥ তোমা বিনে ত্রিভুবনে আমার আর কেহ নাই জননী॥ পড়েছি ভব

সাগরে, ভয়ে ডাকি মা তোমারে কৃপাময়ি, কৃপা করে আমায় দেহ পদ-তরণী ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

দীন হীনে হের কাত্যায়নি। ঈশানি রুদ্রানী ওমা তুমি জ্ঞান দায়িনী॥ ওমা বিন্দু বিলাশিনি যশোদা নন্দিনী ভৈরব ভবানি ওমা বিশ্ব জননী। ওমা দুর্গে জগৎমাতা, মা ভাবে স্বপত্নী সুতা, না রবে তব মমতা, যেমন রামের মা কেকয়ী রাণী॥ আমি অতি মূঢ়মতি, জানি না মা তব স্তুতি, নিজ গুনে আমায় নিস্তার নারায়ণী॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খাওয়ালী।

তব মায়া মহামায়া মায়া কে বুঝিতে পারে। মায়াতে মহোতি করে রেখেছ মা ত্রিসংসারে॥ দক্ষ-যজ্ঞ গমন কালে, মহাবিদ্যা প্রকাশিলে, সে মায়ায় শিবে ভুলালে, শিব তোমায় রাখ্‌তে নারে॥ কংশ ভয়ে কৃষ্ণ কোলে, কাঁদে বসু জমুনার কুলে, তুমি পথ দেখাইলে, শৃগালিনীর বেশ ধরে॥ দৈবকী গর্ব্ভে অনন্ত, কংস না জানে তদন্ত, সেই গর্ব্ভ করে অন্ত, রাখ্‌লে রোহিনী উদরে, জীবকে

আনি সংসারে, বিষয়েতে মত্ত করে সজ্ঞানতার লও মা হরে, ফেল অজ্ঞান তিমিরে॥ তব মায়া কি আশ্চর্য্য, তাতে জীব হয়না ধৈর্য্য, কেবল দেখ মদ মাৎসর্য্য, মরে আপন অহঙ্কারে। কেশে ধরিয়াছে কাল, না ভাবে জীব পরকাল, বলে বাঁচবো চির-কাল, সুখে থাকবে পরিবারে॥ যখন ধরিবে কাল না বিচারি কালাকাল, তখন লইবে কাল ব্যাজ নাহি করে॥ ধন পুত্র পরিবার কেহ নহে আপনার কেবল দুর্গানাম সার ইহা না ভাবে অন্তরে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

হের মা নয়ন কোনে ওগো শিবে হৈমবতী। অজ্ঞান তনয়ে মাগো দিওনা দুর্গতি॥ মায়ের যে সন্তান হয়, কেহত সামান্য নয়, কেহবা অজ্ঞান অতি। অজ্ঞান কি জ্ঞানবান, মায়ের কাছে সব সমান, মা না ভাবেন অন্য জ্ঞ্যান, স্নেহ উভয়ের প্রতি॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

ওমা তাই ডাকি তোমায় সভয়ে অন্তরে। ওমা শিবে সিমন্তিনি ভয়-হরা ভব-রাণী, শিয়রে

কৃতান্ত জানি ভয়ে প্রাণ কাঁপিছে ডরে॥ কৃতান্ত বড় দুরন্ত, কোন মতে না হয় ক্ষান্ত, কৃতান্তদলনী তুমি ত্রাণ কর কৃতান্ত করে॥ ওমা তারা ব্রহ্মময়ী, তোমা বিনা কেহ নাই, তব কৃপা হলে পরে, কৃতান্তের ভয় যায় মা দূরে, দেবদত্তের এই বাণী, তুমি ব্রহ্ম সনাতনী, তব পদ ভিন্ন নাহি জানি, সদা ও পদ ভাবি অন্তরে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

তাই ভাবি মা অন্তরে। কিহবে এভবে মায়া পাশে বন্দি করে রেখেছ গো আমারে॥ তব মায়া মহামায়া, মায়া কে কাটিতে পারে॥ করি আমি এই মিনতি, কর দয়া শিবে সতী, আমায় দাও নিষ্কৃতি, মায়া বহু গুণ ধরে॥ পড়েছি বিষম দায় না দেখি ইহার উপায়, অনুপায়ের উপায় তুমি, উপায় করে দেও আমারে তুমিও গতি তুমি মুক্তি, তুমি মা পরম প্রকৃতি, এই করগো ভগবতী, স্থান দিও গো চরণোপরে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মা হয়ে সন্তানে শিবে এত বিড়ম্বনা কেন। দয়াময়ি বলে মাগো কেন হলে দয়া হীন॥ তব

পিতা হয় পাষাণ, তুমি হও মা তার সন্তান, পাষাণ কোথা দয়াবান, যে পাষাণ সেই পাষাণ ॥ পাষাণ স্থাবর যোনি, পাষাণের গুণ নাহি শুনি, তুমি হও মা তারি নন্দিনী, হৃদয় তব পাষাণ ॥ কৃপাময় নাম ধর, তনয়ে দয়া নাই তোমার, এমা তোমার কেমন বিচার, মা হয়ে কি করে এমন ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

তোমার মহিমা তারা মহিমা কে জানিতে পারে। পঞ্চমুখে পঞ্চানন মহিমা না কহিতে পারে ॥ তুমি ধর্ম্ম, তুমি মা পরম ব্রহ্ম, কে জানে তোমার মর্ম্ম বর্ণনা কে করিতে পারে ॥ দুর্গা অসুরের বধ জন্য, দশভুজা হও তে কারণে, তব দশ হস্তের বাণে, বন্দি করিলে সে অসুরগণে ॥ তুমি দিবা তুমি রাত্রি তুমি সন্ধ্যা গায়িত্রী, তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি মা সকলের মূল, দেবদত্তে দেহ কুল, তরি যে তুফানে ঘোরে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

দুর্গতি নাশিনী দুর্গানাম শুনিয়াছি পূরাণে। তবে কেন দাও মা দুর্গা দুঃখ দীন হীন জনে ॥ ওমা

দুর্গা পরাৎপরা, অকিঞ্চনের দুঃখ হরা, তোমা ভিন্ন কে আছে মা তারা, মুক্তি করে ভব বন্ধনে ॥ তুমি শক্তি সনাতনী, ধরে রূপ ব্রহ্ম সনাতনী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী, শ্রীমন্তেরে দাস জানি, মুক্ত করিলে মশানে ॥ দশ ভুজা রূপ ধরে, দেখা দিলে কাল কেতুরে, দীন দুঃখি দেখে তারে, রাজা করিলে মা ধনে ॥ কাল কেতু নিত্য ধনে, বধে সব পশুগণে, পশুর লাহরি শুনে, বাঁচাইলে মা তাদের প্রাণে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

কি হবে জননী আমার উপায়। পড়েছি ভব তরঙ্গে তুফানেতে প্রাণ যায় ॥ আমি জন্মিয়ে এ ভারত ভুমি, মায়াতে মোহিত আমি জ্ঞান হত হইলাম তায় ॥ সিয়রে কৃতান্তকাল, ডাকিতে তোমারে কাল, না পাইলাম ক্ষণকাল, যে ডাকি দুর্গা মা তোমারে, এই কর মা মহেশ্বরি, দেবদত্ত পাপকারি, দিয়ে মা পাদপদ্ম তরী, তারগো দুঃখে মা আমায় ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

বারে বারে ডাকি দুর্গা নাহি শুন শ্রবণে।

পড়েছি বিপদে মা গো না হের নয়নে॥ তুমি মা বিপদ বিনাশিনী, দাসের এ বিপদ জানি তুমি দয়া না কর জননী সে আমার কপাল গুণে॥ যে জন বিপদ কালে, ডাকে দুর্গা মা মা বলে, তারে গো মা কর কোলে, দয়া করে সেই জনে, ওমা ত্রিগুণ ধারিনী, নাম ধর ত্রিনয়নী, দেবদত্তের এই বাণী, দূর কর শমনে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

দুর্গা দুর্গা মাগো ডাকিতেছি সঘনে। তবে কেন হয় না দয়া এ অধীন অকিঞ্চনে॥ পড়েছি ভব সাগরে, ঢেউ খেয়ে পেটে জল না ধরে, কেমন করে যাব পারে, বুঝি লয় মা শমনে॥ দেবদত্ত অতি কাতরে, ডাকে দুর্গা মা তোমারে, উদ্ধার ভব সাগরে তবে বুঝি বাঁচি প্রাণে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

কি কব অশ্চর্য মায়া মায়া দেও মা যার অন্তরে। সে নহে সামান্য মায়া কার সাধ্য কাটে তারে॥ যখন মাতৃ গর্ব্ভ হইতে, পতিত জীব হয় ভুমেতে, তখন মায়া দেও মা তাতে রাখ মায়া জালে বন্দি

করে॥ একি চমৎকার মায়া, মায়ার নাইত দয়া মায়া, যার হৃদয়ে পশে মায়া, কদাচ না যায় অন্তরে॥ যত দিন জীবের থাকে কায়া, না ঘুচাও মা তার মায়া, যায় মায়া রয়না মায়া কেবল জীবের লোকা-ন্তরে॥ ওমা দুর্গা মহামায়া, সকলি তোমার মায়া, দেবদত্তের প্রতি কর দয়া, নিস্তার মা মায়া ঘোরে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

কোথা গো জননী শিবে, ওমা কৈলাস বাসিনী॥ কাতরে কিঙ্করে ডাকে হর গিরি-রাজ-নন্দিনী। পতিত ভব বন্ধনে, যেমত নাগ পাশের বাণে, যাতনা দিতেছে প্রাণে, রক্ষাং কুরু শিব রাণী॥ বিষম বিপদ ঘোরে, রেখেছ মা আমারে, তব নামে বিপদ হরে, নাম বিপদ নাশিনী॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

সকলি তোমার ইচ্ছা যা ইচ্ছা হয় তাই কর। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তুমি হও মা মূলাধার॥ তব ইচ্ছাতে ইচ্ছায়, চন্দ্র সুর্য্য অস্ত যায়, বায়ু বহে নিরাশ্রায়, শমন কে দিয়ে জীব সংহার॥ কারে

দাও মা রাজত্ব ভুমি, কারে কর মা অধোগামী,
যাহারে বিরূপ তুমি, ভিক্ষায় না পূরে উদর ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

বল দেখি ওমা দুর্গা মায়ের এমন ধারা।
তনয়ে তোমার স্নেহ কিছু নাহিক মা তারা ॥
অকৃতী সন্তান বলে, চরণে দিয়েছ ফেলে, আমি
ডাক্‌ছি মা মা বলে, ডেকে ডেকে হলেম সারা ॥
মা হয়ে এত নির্দ্দয়, দেখিলে মাগো কোথায়,
মায়ের উচিত এমন নয়, নিষ্ঠুরতা ভব দারা ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

তুমি সন্তানের স্নেহ জানিবে দুর্গা কেমন করে ॥
জানিতে পারিতে স্নেহ যদি ধরিতে আপন উদরে ॥
যাঁর উদরে হয় তনয়, তাঁর যেমন স্নেহ হয়, অন্য
কে জানিবে তার, মা না হলে কে জান্‌তে পারে ॥
তুমি মা বন্ধ্যা প্রকৃতি, তোমার উদরে নাহি সন্ততি,
যদি বল গণপতি, মলাতে গঠেছ তাঁরে, আর বলি
মা ষড়ানন, সরক্ষেত্রে তাঁর জনম, কৃত্তিকাদি ছয়
সতীন, পালন করে দিয়েছে তোমারে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

এই এক তোমার খেলা পেতেছ বিষম কল ॥ যার যেমন ধর্ম্মকর্ম্ম তারে দেও মা তেমনি ফল, জন্মে এ মত্য সংসারে, যে নর ধর্ম্মকর্ম্ম করে, সদা ডাকে মা তোমারে তারে দেও মা স্বর্গেস্থল ॥ যে বিপরীত কর্ম্ম করে ধর্ম্মাধর্ম্ম না বিচারে, তারে ফেল বিষম ফেরে, নরকেতে দেও মা স্থল ॥ দেবদত্ত হীন বল, নাহি কিছু পূণ্য ফল, তুমি দুর্গা বলাবল, না কর আমারে নিষ্ফল ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

তুমি আদ্যা মহাবিদ্যা ষোড়ষী ভুবনেশ্বরী। বেদে কয় মা তোমার মহাত্ম্য গুণ, না জানেন ত্রিলোচন অন্যে কি জানিবে গুণ, তুমি ব্রহ্ম মহেশ্বরী ॥ কি জানি তব মাহাত্ম্য তুমি শিবে হও মা নিত্য, আর সকল মা অনিত্য, নিত্য ভব সুন্দরী ॥

রাগিণী শুরট মল্লার –তাল কাওয়ালী।

পতিত পাবনী নাম ধরেছ মা আপনি ॥ তবে কেন পতিতেরে না তার মা তারিণী ॥ আমি হই পতিত জন, তুমি পতিতধারণ, তব পদে লইলাম

স্মরণ, যাকর মা ভবরাণী॥ যদি না তার পতিতে, কলঙ্ক রবে নামেতে, আর নাম না লবে জগতে, বলিবে তোমায় পাষাণী॥

রাগিণী শুরট-মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মা তোমার অনন্ত লীলা অন্ত কিছু বুঝা-ভার। আমি কি জানিব অন্ত নিজে মূর্খ দূরাচার॥ অনন্ত না পাইয়ে অন্ত, মনেতে ছিলেন ক্ষ্যান্ত, তুমি তারে নিতান্ত, দিলে মা ধরণীভার॥ কতমত রূপ ধরি নাশিলে দৈত্যগণ অরি, শ্রীমন্তে দিলে উদ্ধারি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী আকার॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুরফাকতাল।

অচিন্তে পরম ব্রহ্ম, কে পারে তোমায় চিন্তে॥ আমি কিগো চিন্তে পারি, অচিন্তে করিয়ে চিন্তে॥ তুমি অচিন্ত্য রূপিণী, চিন্তা তেজে চিন্তামনী, না পান চিন্তাতে তিনি, করিয়ে অনেক চিন্তে॥ দেব-দত্তের মনে চিন্তে, যদি না পাই তোমায় চিন্তে, কি কব অনিত্য চিন্তে, চিন্তের যায়গো চিন্তে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুরফাকতাল।

ওমা দীনময়ী তারা, কিঞ্চিত নয়নে হের॥ দীন

দুঃখি দেখে আমায়, দয়া হয় না মা তোমার ॥ আমি অতি দীনহীন, না জানি ভজন সাধন, কেবল তোমার নাম স্মরণ, কৃপাবলোকন কর ॥ দীনের দিন মা অমনি যায়, তোমা বিনা না দেখি উপায়, দিয়ে মা আমায় অভয়, ভব সিন্ধু কর পার ॥ দেব-দত্ত ক্ষুদ্র প্রাণী, তুমি জগৎ জননী, তার আমায় ভবরাণী, এ নহে তোমায় ভারি ভার ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুরফাকতাল।

সকল দেহেতে শিবে, ছায়া রূপে অবস্থিতি ॥ যারে যেমন দেওমা জ্ঞান, সে ভাবে তোমায় তেমতী ॥ তুমি মাতা জগত মাতা, বেদে কয় মা বেদ মাতা, তোমায় ধেয়ায়ে ধাতা, নানা সৃষ্টি করেন স্থিতি ॥ ওমা দুর্গা জগধাত্রী, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম গাইত্রী, হওমা ত্রিভুবন কর্ত্রী, তুমি ব্রহ্ম অদ্যাশক্তি, দেবদত্তের এই বাসনা, পুরাও মা মনের কামনা, এই কর মা ত্রিলোচনা, যেন তব পদে থাকে মতি ॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

বাঞ্ছা কল্পতরু শিবে, পুরাও মনের কামনা। যে যেমন বাঞ্ছা করে, না কর তারে বঞ্চনা ॥ আমার

এই বাঞ্ছা মনে এস হৃদ পদ্মাসনে, দেহিমা জ্ঞান সন্তানে, ওমা শিবে শিব অঙ্গনা॥ এই আমার মা অন্তরে, দশভুজা রূপ ধরে থাক মা হৃদ পদ্মো-পরে, তবে আমার পুরে কামনা॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

ওমা শৈল সুতা শিবে সদাশিব গৃহিণী॥ সদা সমনের ভয়ে শশঙ্কিত আছে প্রাণি॥ যখন আসি ধরিবে কাল, নাহি তার সন্ধ্যাকাল, তুমি হওমা কালের কাল, কাল ভয় নিবারিণী॥ প্রণতি মা তব পদে, না যেতে হয় কালের হাতে, যাতনা বড় তাহাতে, ওগো গণেষ জননী॥ দেবদত্তের বড় ভয়, হয়ে দুর্গা গো স্বহায়, দূর কর মা কালের ভয়, ও মা ভয় বিনাষিনী॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

জয়ন্তি মঙ্গলা কালি, ওমা দক্ষ নন্দিনী। পড়েছি বিষম দুঃখে, দুঃখ নাশ জননী॥ ওমা ব্রহ্মময়ী তারা, দীন দুঃখির দুঃখ হরা, বিপদে যাইগো মারা, ওমা দনুজ দলনী, বিষম বিপদে ঘেরে, রেখেছ মা দুর্গা আমারে, কৃপাময়ী কৃপা করে, উদ্ধার মা জননী॥

রাগিণী নট-গারেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

ভব ভয়ে ভাবিত ভারি জননী। ভাবিয়ে না পাই অন্ত, সদাভাবে মনভ্রন্ত, এ ভব কারাগারে, বন্দি করে গো আমারে, ভয়েতে ডাকি তোমারে, নিস্তার মা নারায়ণী। ভবে দেয় ভারি যাতনা, ত্রাণ কর মা ত্রিনয়না, তোমা বিনে কে আছে গো মা, তুমি ভব ভয় বিনাশিনী॥

রাগিণী নট-গারেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

এমন প্রকৃতি শক্তি তাঁরে কেবা দেখিতে পায় নয়নে॥ দেবতা গন্ধর্বাদি যাঁরে না পায় ধেয়ানে॥ যিনি ব্রহ্মদ্যা অনাদ্যা, মানষে দশ মহাবিদ্যা, তদন্ত জানে কার সাধ্য, ভেবে কোটী কল্প মনে॥ তিনি নন কার বাধ্য, আসাধ্য জ্ঞ্যান সাধ্য, কেবল ভক্ত জন বাধ্য, সদা পূজে শ্রীচরণে॥

রাগিণী নট-গারেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

যা কর করুণাময়ী, তুমি আপনার গুণে। তার বা না তার দুর্গা, তা কিছু ভাবিনা মনে॥ পূর্ণ তুমি তিন গুণে, পূজ্য হওমা ত্রিভুবনে, দয়া কি হয়না তব মনে, দেখে দীন হীন জনে॥ ওমা জগ-

দয়ে তারা, দীন হীনের দুঃখ হরা, দুঃখেতে যাইলাম মারা, না দেখ ফিরে নয়নে।

রাগিণী নট-গারেয়া--তাল ঝাঁপতাল।

তারিলে তারিতে পার, ওমা শিবে শৈল সুতা। তবে যে নির্দ্দয় দেখি, নাই তব মমতা॥ তুমি হওমা দেবারাধ্য, সকলি তোমার বাধ্য, ভুমণ্ডলে নাই অসাধ্য, তারণ কি বিচিত্র কথা॥ যদি তুমি মনে কর, ইন্দ্রপদ দিতে পার, এ নহে তোমার ভার, কেবল মম প্রতি কৃপণতা॥

রাগিণী নট-গারেয়া—তাল ঝাঁশতাল।

আর কে লইবে ভার, ভব নদি করিতে পার॥ তোমা বিনা করে পার, এমন শক্তি আছে কার॥ বসে আছি নদি তটে, তরণী নাহিক ঘাটে, ভয়ে পড়েছি শঙ্কটে, দেখে নদির পাথার॥ ওমা দুর্গা মহেশ্বরি, বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরি, দেহ মা কৃপাতরি, পার কর হয়ে কর্ণধার॥

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল যুরফাকতাল।

কৃপাবলোকন কর, ওমা গিরিরাজ নন্দিনী। কৃপণতা করনা মা, দয়াময়ী নাম শুনি॥ তব মানসে

শত শত চন্দ্র, শত শত বিধি ইন্দ্র, নিত্য পূজে শুর বৃন্দ, তুমি ব্রহ্ম সনাতনি ॥ যারে তোমার হয় মা দয়া, না থাকে তার মহামায়া, দেবরূপ ধরে কায়া, বাস পুরি সঞ্জিবনী ॥

রাগিণী দেশ—তাল তিওট।

এই মাগি মা, তব ঠাঁই, ওমা শিবে ব্রহ্মময়ী কৃপণতা করোনা মা, তোমার শিবের দোহাই ॥ উপস্থিত অন্তীম সময়, দর্শন মাগো দেহ আমায়, দেখে তব পদ দ্বয়, মনের বাসনা পুরাই ॥ কটাক্ষে হের নয়নে, না কর ঘৃনা অন্তরে, স্থান দিও মা দ্বিচরণে, আর কিছু মা নাহি চাই ॥

রাগিণী দেশ—তাল তিওট।

এই কর মা জগদম্বে, অন্তে ঐ চরণ পাই ॥ নির্দ্দয় হওনা মা তব শতেক দোহাই ॥ ওমা দুর্গা সুরেশ্বরি, বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরি, কৃতান্তেরে ভয় করি জানাই তোমারে তাই ॥ রাখি পদ হৃদয়োপরে, যেন জ্ঞ্যান যোগে দেখি তোমারে, না হও ছাড়া অন্তরে, আর কিছুই মা নাহিক চাই ॥

রাগিণী দেশ—তাল তিওট।

স্বজ্ঞান মা দেও দুর্গে, আমার অন্তিম সময়। অজ্ঞান সঁপনা মাগো, পাছে হারাইগো তোমায়॥ যখন হবে অবশ অঙ্গ, ছাড়বে ছটা রিপু সঙ্গ, নিস্তার ভব তরঙ্গ, দেখা দিওগো মা আমায়॥ অবশ দেখে আমারে, সবে ধরাধরি করে, ফেল্‌বে গঙ্গার নীরে, যেন দুর্গা বলে প্রাণ যায়॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

অসিমে মহিমে শিবে, বর্ণনা কে করিতে পারে॥ তব দয়া তুল্য দয়া, না দেখি মা ত্রিসংসারে॥ শ্রীরাম পড়ে শঙ্কটে, ভাবেন বসে জলধি তটে, রক্ষা কল্লে বিষম শঙ্কটে, দয়া করে শ্রীরামেরে, অকালে বোধন করে, পূজা করিলেন মা তোমারে, বরদান দিলে তাঁরে, স্ববংশে রাবণ মরে॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

কখন কি রূপ ধর, কিছুই নাহিক জানি। কখন পুরুষ হও মা, কখন বা হও রমণী॥ হয়ে কৃষ্ণ অবতার, নাযিলে ধরণী ভার, করিলে কত বিহার, লয়ে ব্রজবাসি নারি, আপনি হয়ে পুরুষ,

রাধা হলেন মহেশ, উভয়ে কত বিলাস, মহা ভাগ-
বতে শুনি॥ যদি বল অশম্ভব, রাধা কেন হবেন
মহেশ, তবে কেন জ্ঞ্যানি সব বলেনা রাধায় জননী॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

তব সম নির্দ্দয় তারা, দেখি নাই ত্রিভুবনে॥
দেখিছি কি না দেখিছি, শুনি নাই শ্রবণে॥ দয়া-
ময়ী নাম ধর, সে দয়া কোথায় তোমার, তুমি মা
বড় নিষ্ঠুর, এখন দয়া গেল তোমার কোন খানে॥
তাই আমি বুঝিলাম মনে, দয়ার লেশ নাই তব
সন্তানে, মরুক বা বাচুক প্রাণে, ক্ষতি কি হয় তার
মরণে, দেখ দেখি মত্ত ভুবনে, পশু পক্ষ্যাদিগণে,
যদি বিপদ পড়ে তার সন্তানে, ধায় ব্যাকুলিত মনে॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

ওপদে মিনতি করি, ওমা পাষাণ কুমারী।
লওগো মায়া হরণ করি, তবে এ ভবেতে তরি॥
যে পড়ে তব মায়ায়, জানেনা আছে কালের ভয়,
পরম তত্ত্ব ভুলে যায়, অনিত্যকে আশ্রয় করি॥
অনিত্য সংসারে মন, যেন না যায় কদাচন, করি
আমি এই নিবেদন, ত্রাহি ভব সুন্দরি॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

কোথায় ব্রহ্মময়ী তারা, তুমি নিস্তার কারিণী॥ পড়েছি সংসার কূপে, উদ্ধার মা নারায়ণী॥ এ কূপ বিষম কূপ, তাহে তিমির স্বরূপ, অহি পূর্ণ হয় কূপ, পাছে দংশে কালফণি॥ তাহে মায়া রজ্জুতে বাধা আছি পায়ে হাতে, উঠ্‌তে নারি কূপ হতে, ত্রাণ কর মা ভব রাণী॥ ছটা রিপূ্‌ আছে ঘেরে, মোনে করি মা ডাকি তোমারে, রেখেছ গলা রূদ্ধ করে, মুখে না নিস্বরে বানী॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

ত্রিগুণ ধারিণী ত্রিনয়নী। ত্রিলোক তারিণী তারা ত্রিলোক জননী॥ ত্রিলোক বন্দিনী, ত্রৈলক্ষ মোহিনী, ত্রিলোচন রাণী, ত্রিগুণ ধারিণী॥ ত্রিতাপ হারিণী, ত্রিতাপ নাষিনী, শিবে সিমন্তিনী, শিবানি সর্ব্বানী, শ্রীশৈল নন্দিনী, সহাস্য বদনী, সিংহ বাহীনি॥ শ্মষান বাসিনী স্ব অস্ত্র ধারি শিবে দৈত্ত কুল নাশিনী॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

ওমা আদ্যা মহাবিদ্যা, ত্রৈলক্য তারিণী॥ পড়ে

তব মায়া হ্রদে কুল না পাই জননী॥ অম্বিকা অভয়া উমা, বগলা মাতঙ্গ শ্যামা, ভৈরবী ভবানী ভীমা ওমা বিশ্ব জননী॥ ওমা ব্রহ্মময়ী তারা, বিপাকেতে যাই গো মারা, তুমি দুর্গা দুঃখহরা, ওমা ব্রহ্ম নারায়ণী॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

ওমা ব্রহ্মময়ী শিবে তুমি অগতির গতি। কত পাপ করিয়াছি, না পাব তাহে নিস্কৃতি॥ আমি অতি পাপাকারি, পাপে তনু হয়েছে ভারি, নিস্তার মা ভব রাণী, দয়া কর মম প্রতি॥ পড়েছি ভব সাগরে, তরি তনু পাপের ভরে, সদাই টলমল করে, নাহি দেখি অব্যাহতি॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল ঠুংরি।

দেহিমে কমল পদ ওমা শিব মন মোহীনি। যে পদ বাঞ্ছিত সদা দেব ঋষি সুর মুনি॥ বলে তোমার কুসন্তান, বধিবে আমায় শমন, হয়ে মাগো দয়াবান দেহ পদ তরণী॥ তব পদ তরণী পেলে, পার হবো হেলায় ভবের জলে, কৃতান্ত বসে দেখিবে কুলে, কি করিবে আমায় দণ্ড পাণী॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

কত বর্ণ রূপ তোমার বর্ণিতে কি আমি জানি, যখন যে রূপ ইচ্ছা হয় সেই রূপ হও তখনি॥ কখন দ্বিভুজ ধর, গৌরাঙ্গ কলেবর, কোলে তোমার লম্বোদর, সবে বলে গণেষ জননী॥ হলে যষদা গর্ব্ভজা, মারিতে তুলিল কংসরাজা, গগণে হলে অষ্ট ভূজা, নাম হলো বিন্দুবাসিনী॥ চতুর্ভুজা হও কখন, করে চক্র খড়্গাসন, রূপ আরক্ত বরণ, তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী জননী, দশভূজা রূপ ধারণ, আতসি কুসম বরণ, পরিধান বিচিত্র বসন, নাম দুর্গা দুর্গতি নাসিনী॥ দেবদত্ত বলে মহামায়া কে বুঝিবে তোমার মায়া, কত বর্ণ রূপ ধর কায়া, ওমা বিশ্ব জননী॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল স্মরফাকতাল।

ওমা তারা ব্রহ্মময়ী, মম দুঃখ কব কত। ষড় রিপু বেড়ে আমায়, করিছে মা জ্ঞ্যান হত॥ যখন তব পদ করি ধ্যান, খল রিপূ করায় অন্য মন। তখন আসিয়ে হয় উপস্থিত। খল রিপূ ভারি দুর্ম্মতি, ভাবনা চিন্তাকে লইয়া সংহতি, করায় আমায়

বিচলিত মতি, খল হয় সরল কদাচিত দেবদত্ত মনে। চিন্তায়, চিন্তা তব পদদ্বয়, সেই চিন্তা কে খল রিপূ দুষ্ট ছয়, করেছে আপন হস্তগত ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল স্মুরফাকতাল।

আদ্যাশক্তি ওমা শিবে তুমি ব্রহ্ম স্বরূপিণী। নিরাকারে স্বা আকার মা হলে গো রমণী ॥ দুর্গা দুর্গা পরাৎপরা, তুমি ত্রিগুণ ধরা, ত্রিলোচন মন হরা, হওমা বিশ্ব জননী। তুমি অনাদ্যা আদ্যা, দেবগণের আরাধ্যা, তব গুণ বলে কার সাধ্য, না জানেন শুলপাণী ॥ দেবদত্তের মিনতি এই, শুন তারা ব্রহ্মময়ী, তোমা বিনা গতি নাই, ত্বংহি শক্তি মুক্তি কারিণী ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি - তাল স্মুরফাকতাল।

দুর্গা নামের যে মাহাত্ম আমি মূঢ় কিবা জানি। কিঞ্চিৎ জানেন শিব দেব দেব শুলপাণী ॥ যে জন পড়ে বিপাকে মা দুর্গা বলে ডাকে, সে বিপদে রক্ষা করে থাক, যেন আপন মাতা গর্ভধারিণী ॥ যে জন ভক্তিভাবে দুর্গা নাম স্মরে, তাঁর মহামন্ত্র

যপ করে, সকল বিপদ তাঁর যায় দূরে, আশু মুক্তি পদ পায় সেই প্রাণী ॥ দেবদত্ত বলে মন, দুর্গা নাম যপ সর্ব্বক্ষণ, যেতে হবে না যম ভবন, দুর্গা নাম মোক্ষদায়িনী ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল সুরফাকতাল।

ওমা দুর্গে মহামায়া তুমি বাজীকরের মেয়ে। তব কুহক বাজীতে লোক আছে জ্ঞান হারাইয়ে ॥ তব মায়া বাজীতে করে, আশ্চর্য্য লীলা দেখাও লোকেরে, লোক তাহা সত্য জ্ঞ্যানে মজে সংসারে, ক্ষণেক দেখাইয়ে দাও উড়াইয়ে। দেখিতেছে লোক অনিবার, কোথা মাতা পিতা পরিবার, কোথা অট্টালিকা ঘর, মরিলে থাকে পড়িয়ে ॥ তথাচ না হয় চেতন, নিস্তারের পথে না যায় মন, মরে কেবল করে আপন আপন, তার সকল বাজীতে দেহ ভুলাইয়ে। দেবদত্ত ভেবেছে স্থূল, তুমি লোক মজাবার মূল, না দেও তারে ভাবিতে কুল, তার উদ্ধারের পথে দেহ কণ্টক ফেলিয়ে ॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল আড়া।

ওমা শৈল সুতা শিবে মহাদেব গৃহিণী।

দীন হীনে দয়া কর তবে তব গুণ জানি ॥ ভৈরবী ভবানী ভীমা, অম্বিকা অভয়া শ্যামা, অনাদ্যা মোক্ষদা উমা, ওমা হরমনমোহিনী। সুরেশ্বরী বিশ্বেশ্বরী, মহেশ্বরী পরমেশ্বরী, ত্রিপুরেশ্বরী দিগম্বরী, ওমা বিন্দুবাসিনী ॥ ক্ষমঙ্করী শুভঙ্করী, স্বাকাম্বরী শঙ্করী, অন্নপূর্ণা অপর্ণাগৌরী ও কৈলাস বাসিনী ॥ দেব দত্ত বলে তোমার অসংখ্য নাম আছে আর, তার এক নাম লইলে হয় নিস্তার, পুনঃ হয় না তার নরযোনি ॥

রামপ্রসাদি সুর—তাল আড়খেমটা।

তারা মা তোমার বিচার কেমন। কারে লও মা আপন কোলে কেহ বেড়ায় কোরে রোদন ॥ মায়ের যদি বহু সন্তান হয়, সকলের জ্ঞান সমান নয় কার বা হয় জ্ঞানোদয়, কেহ বা হয় দুরাচার দুর্জ্জন ॥ তথাচ মায়ের স্নেহ ভাব, সন্তানে না ভাবেন অন্য ভাব সকলকে দেখেন সম ভাব, অস্নেহ ভাব নয় কখন। দেবদত্ত কুসন্তান তব, ভাব বুঝি অন্য ভাব, যা ভাব তা মনে ভাব আমি ভাবি ভব শ্রীচরণ ॥

মা মা বলে ওমা দুর্গা ডাকিতেছি ঘনেঘন। কীটান্ত কীট বলে নর বুঝি তুমি নাহি জান ॥ তুমি মা বড় কঠিনা, হও অতি দয়া হীনা, শুনিয়াছি রামায়নে, বাল্মীকমুনির বচন। জগদীশ্বর নারায়ণ, রাবণ রাজা বধ কারণ অকালে করে তব বোধন, করে ছিলেন তোমার আরাধন ॥ সপ্তমী অষ্টমী তিথি, পূজা করেছিলেন রঘুপতি, তথাপি তাঁর প্রতি নাহি দিলে দরশন ॥ দেখা না পেয়ে মা তোমারে, রামচন্দ্র অতি কাতরে, বলেন মা কেন আমারে, হলেন আমায় নিদারুণ। পরে শ্রীরাম রোদন করে, ভাসিলেন নয়ন নীরে, কেন ব্যাঘাত কর সীতার উদ্ধারে, কেন কর গো বঞ্চন ॥ শ্রীরাম চিন্তিয়ে মনে ডাকিলেন বীর হনুমনে, অষ্টশত নীল পদ্ম এনে, পূজিব মায়ের শ্রীচরণ ॥ হনুমান ততক্ষণে পদ্ম আনি দিল রাম বিদ্যমানে, সে পদ্ম ছিল গণনে, তার পদ্ম এক মা করিলে হরণ ॥ সংকল্প করে বেদ বিধানে, পদ্ম প্রদান করিলেন তব চরণে, শেষে সংখ্যা করে গণনে, এক পদ্ম ন্যূন দেখেন তখন ॥ হইয়া বিস্ময়াপন্ন, বলেন বীর হনুমানে এক পদ্ম কেন বিহীন, সংকল্প না হয় পূরণ ॥ হনুমান বলে গোশাঞি, আর পদ্ম সে স্থানে নাই, গণনা করে সকল তাই দিয়াছি তব সন্নিধানে ॥ তখন রামের হইল মনে, পদ্ম আঁখি বলে আমায় সর্ব্ব জনে, আমার এক চক্ষু দিব পূরণে, মায়ের তুষ্ট কারণ ॥ কোথারে ভাই লক্ষ্মণ, এনে দেহ আমায় ধনুর্ব্বাণ, চক্ষু করে উৎপাটন, পূজিব মায়ের

শ্রীচরণ॥ এত বলি ধনুকবাণ নিলেন হাতে, তখন ধরিলেন মা রামের হাতে, প্রভু শ্রীপতে তোমার সংকল্প হলো পূরণ॥ এত বলি হৈমবতী, বধের দিয়ে অনুমতি, গেলে তুমি মা শীঘ্রগতি, আপন কৈলাস ভবন॥ দেবদত্ত বলে মা তুমি বড় কঠিন, এত দুঃখ পেয়ে ভগবান, তবে তোমায় পেলে দরশন, আমার বাঞ্ছা অকারণ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ওমা অন্নপূর্ণা শিবে দয়া নাই তব শরীরে। মা মা বলে ডেকে মরি; না দেখ চেয়ে দাসেরে॥ আমি তব কুসন্তান; না জানি কিছু ধ্যান; এত যদি কর অভিমান; সন্তানের দোষ মায় না ধরে। কুপুত্র যদ্যপি হয়; কুমাতা কখন নয়; সুপুত্রকে যেমন ভাবয়; কুপুত্রকে তেমনি ভাবায় অন্তরে॥ দেবদত্ত বলে গিরিসুতা; বিপাকে মার তব সুত। না হয় তব কিছু মমতা; নিস্তার মা আমারে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কি হবে তারিণী আমার অন্তিম সময়। জ্ঞান হীন হবো আমি তা জানি মনে নিশ্চয়॥ ব্যাধে দেহ জ্বর জ্বর, জাতনা দেবে বহুতর, সে জাতনায়

হবে প্রাণ কাতর, কেমনে ডাকি দুর্গে তোমায়। তাতে হবে জ্ঞান হত, শরীরের স্পন্দ রহিত, তখন তব নামামৃত, স্মরণ করা কঠিন দায়॥ সে সময় যে জনের হয় জ্ঞান, যদি লয় মা তব নাম, সে সাধুর হয় মোক্ষধাম, না যায় শমনা লয়, যদি তব নাম মনে না হইল, উদ্ধারের পথ দূরে গেল তখন আমি কি করি বল, বল দেখি মা তার উপায়॥ দেবদত্ত বলে জগদম্বে অন্তে এই কর মা শিবে, যখন দেহে ছেড়ে প্রাণ যাবে, স্থান দিয় তব পদ দ্বয়॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

অসুখেতে কাল গেল তাই বলি মা দুর্গে তোমারে। চিন্তা জ্বরে দেহ জ্বর জ্বর, যাতনা ভারি অন্তরে॥ আনিয়ে মত্ত সংসারে, বিষয় অর্থ বিহীন করে, রেখেছ গো মা আমারে॥ মত্তর সুখ গেছে দূরে॥ গলে দিয়ে একটা প্রকৃতি, সংসারে করেছ স্থিতি, তাহে হল সন্তান সন্ততি, তাদের পালন করি কেমন করে॥ তব নাম লইতে করি মন, তুমি করে দাও অন্য মন, এ বিচার মা তোমার

কেমন, দয়া বুঝি নাই তব শরীরে, দেবদত্ত বলে মন পাগল, ভোগ করে পূর্ব্ব জন্মের ফল, দিতে পার মা কর্ম্মের ফলাফল, জন্মে যে জন ধর্ম্মাধর্ম্ম করে ॥

সবে বলে ওমা দুর্গা তুমি পাষাণের মেয়ে। দয়াহীনা কেন পাষাণের মেয়ে বলে ॥ পূরাণে শুনি তব গুণ ॥ যে সঙ্কটে তোমায় করে স্মরণ, আশু তার দুঃখ কর নিবারণ, যেমন শিশুর রোদনে মায়ে, সান্ত করে স্তন দিয়ে ॥ এখন সে দয়া কোথায় গো মা তারা, হয়েছ বুঝি বাপের ধারা, মা মা বলে ডেকে হলেম সারা, একবার দেখিলে না মা ফিরে চেয়ে ॥ দেবদত্ত বলে মা ব্রহ্মময়ি, পাষাণ না হও বা না হও বা না হও ক্ষতি এখন আমি এই চাই, কটাক্ষে দেখ চাহি যে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

তবরূপ লাবণ্য শিবে লেখা আছে পূরাণে। কিন্তু দরশন তব নাহি পায় কোন জনে ॥ বহু জ্ঞানবান নরে, তব দরশন বাঞ্ছা করে, অনাহারে তপস্যা করে পতন হইয়াছে জীবন তথাপি তব দরশন নাহি পেলে কোন জন, বল দেখি তার বিবরণ, দেখা নাহি দেও কি কারণে ॥ কোথা আছ এক রূপেতে, যেগে আছ কি নিদ্রা বশেতে,

তাই ভাবি মা আমি মনেতে, নাহি শুনিতে পাও বুঝি শ্রবণে। দেবদত্ত বলে তারা মা মা বলে হলেম সারা, কৃপা করে ভবদারা দেখা দিয়ে অন্তে রেখ শ্রীচরণে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

এই নিবেদন করি শুন পাষাণ কুমারী। পড়ে সংসার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে মরি॥ মনে করি উঠি কুলে, তুফানে ফেলে ছয় রিপু মিলে, তাই ডাকি মা দুর্গা তোমায় বাঁচাও দিয়ে চরণ তরি॥ তুমি মাতা জগন্মাত, বিপাকে মরে তব সুত, দেখে না হয় তব কিছু মমতা, ওগো শিব সুন্দরী॥ দেবদত্তের এই বানী, শুন ব্রহ্ম সরাতনী তোমার এক নাম হয় তারিণী, আমায় তরাও যদি, তবে, তরি॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

ওগো ব্রহ্মময়ী কালী তুমি মানবের গতি। তব নাম মাহাত্ম বীজ মন্ত্রে শিব উক্তি আছে বহু জ্ঞ্যানহীন নর, আর পশু পক্ষ জলচর, তাদের পক্ষে নয় সে অন্তর, কেবল জ্ঞ্যানবান মানবের

প্রতি ॥ দুর্গা নাম মহামন্ত্র, যে দীক্ষে লয় অনু-সারে তন্ত্র, সাধনা করিলে সেই মন্ত্র অবশ্য হয় দিব্যগতি ॥ দেবদত্ত বলে কালি শুন, তব নাম মাহাত্ম্য না জানে সুর ধর, আমি কি জানিব গুণ, নিস্তার মা ভগবতী ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

যপনা মন কালী অভয়ে, ভব নদীর পাথার দেখে কেন মরিতেছ ভয়ে। যে কালীর নাম বদনে লয়, না থাকে তার শমনের ভয়, ভব তার হয় স্বহায়, সুরপুরে যান লয়ে ॥ কালীর নামের যে কত গুণ না জানেন চতুরানন, অশেষ পাপের পাপীগণ, কালী নামে এই ভব নদী যায় পার হয়ে। দেবদত্ত বলে মা কালী ঘুচাও আমার মনের কালী, এই কর গো মুণ্ডমালী, অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম লইয়ে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল খাওয়ালী।

কোথায় গো মা জগদম্বে ডাকিতেছি তোমারে। কুহক মায়াতে আমায় ফেলেছে ঘোর অন্ধকারে ॥ চক্ষে নাহি দেখিতে পাই, কেবল ঘুরে ফিরে

বেড়াই, আঁধারে দ্বার নাহি পাই, বাহির হবো কেমন করে মনে করি যাব বাহিরে, ছটা রিপু রাখে হস্ত ধরিয়ে, কে পারে তাহাদিগের জোরে রেখেছ দ্বার বন্ধ করে ॥ দেবদদত্ত না দেখি উপায় তাই ডাকিতেছি মা তোমায়, রক্ষা কর বিষম দায়, তোমাবিনা আর কে মুক্ত করে ॥

কি ধন আছে দিবি মা আমায়। ভিখারী তোমার পতি ভিক্ষা করেণ কুচ্‌নি পাড়ায় ॥ তব পতি দিগাম্বর; বস্ত্র বিনে পরেন বাঘাম্বর; হাড়মালা কাঁদোপর; তুষ্ট সিদ্ধি ধুতরায় ॥ তৈল বিনা জটা মাথায়; চন্দন বিনে ভস্ম মাখেন গায়; বাহন একটা বৃষভ তায়; সদা রাম নাম করেন্ সিংঙ্গায় ॥ স্বর্ণ পুরী কাশীতে বাস; সামান্য ধনে নাহি প্রয়াস; পরিত্রাণের ধন আছে তাঁর পনে; যে জীব কাশীতে মরে সেই পায় ॥ দেবদত্ত কয় ব্রহ্মময়ী; সামান্য ধন আমি চাহি নাই; যদি কৃপা করে দেহ তাই; যাতে জীব মুক্ত হয় ॥

কোথায় আছো ওমা তারা বল দেখি আমার কাছে। দিবারাত্র ডেকে মরি উদ্দেশ পাই না কারু কাছে ॥ সাধু বিজ্ঞ পণ্ডিতজন; আর আমার ছাপ্পান্ন পুরুষ পিতৃগণ; কার মুখেতে কথন; শুনি নাই যে তব দেখা পাইয়াছে ॥ তব নামের বীজ মন্ত্র আছে শাস্ত্রেতে; তোমার মন বাঁধা

আছে তাহাতে ; সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে দেখা দিতে আসিতে তার কাছে॥ এখন সেই শাস্ত্র মন্ত্র আছে ; গুরু উপদেশে তোমায় ডাকিতেছে ; কোন মতে না দরশন পাইতেছে ; কেউ তোমায় ডেকে ডেকে মরিতেছে॥

ওমা দুর্গে ভব দ্বারা দুঃখ হর না কি আপনি॥ যে দুঃখ দিতেছ মা গো কব কি কাহিনী। আনিলে মত্ত সংসারে ; দুঃখ দিলে জননী জঠরে ; সে দুংখ আর কব কারে ; দুঃখের মুল তুমি ভবানী॥ পরে হলে কিছু জ্ঞান ; মহামায়া করেন অর্পণ ; সে মায়া দুঃখ কারণ ; বলি তোমায় ভবরাণী। মহামায়ার গুণ যত ; ধর্ম্ম চর্চ্চা লয়ে করে হত ; মিছে পাপ সংসারে করে রত ; দুঃখের ভাবনা ভাবি দিবা রজনী॥ দেবদত্ত বলে মহেশ্বরি ; মায়ের জঠর যন্ত্রণা ভারি ; আর না সহিতে পারি ; পুনর্জন্ম না হয় অবনী॥

ভব নদী পার হতে বড় ভাবনা বাসি ভবানী। ভয়েতে কাতর দেহ ভরসা তুমি মা জননী॥ ভব নদীর বড় তুফান ; ঢেউ উঠিতেছে পর্ব্বত সমান দেখে আমার কাঁপিতেছে প্রাণ ; তাহে দেখি নাই তরণী॥ পারের উপায় নাহি হেরে ; তাই ডাকিতেছি দুর্গা তোমারে ; পার হব নদী কেমন করে উপায় বল বিশ্ব জননী॥ দেবদত্তের নিবেদন ; তোমা ভিন্ন অন্য জন ; না পারে করিতে তারণ ; মুক্ত কর মুক্তি দায়িনী॥

দুর্গা নামের মাহাত্ম তুমি কি জানিবে মন। যে নাম যপিয়ে শিব মৃত্যুঞ্জয় হইলেন্‌, যে জন দুর্গা বলে করে গমন; বিষম সঙ্কটে তরে সে জন; তারে মা দুর্গা রক্ষা করেন; যেমন আপন গর্ব্ভের সন্তান॥ এমন যে দুর্গা নামের মাহাত্ম; বেদে নাহি পারে দিতে সীমে; মায়ের নামের অপার মহিমা কে কহিতে পারে গুণ॥ দেবদত্ত বলে মন; দুর্গা নাম যপ অনুক্ষণ; নামের গুণেতে মন; পার হবে ভব বন্ধন॥

বন্দি করেছ আমারে। সংসার কারাগারে॥ দেখাও দেখি কার মা সন্তানকে দেয় কারাগারে॥ তাই বলি গো ওমা তারা কারাগারে পড়ে হলাম সারা; করেছ আমায় পাগল পারা; সংসারের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দিন রাত্রিরে। ওমা আমি তব দীন হীন সন্তান; বলে হলে দয়া হীন; আমি তব শ্রীচরণ; সদা ভাবিতেছি অন্তরে॥ দেবদত্ত বলে সুরেশ্বরি; এ অধীনে কিঞ্চিৎ দয়া করি; কারাবন্ধ দেহ মুক্ত করি; এখন যা হয় তব বিচারে॥

কি কহিব ওগো দুর্গা শৈল সুতা নন্দিনী। তব পিতা হন পাষাণ; মাতা মেনকা পাষাণী॥ কি আশ্চর্য্য তব কর্ম্ম; পাষাণের গর্ব্ভে লইয়ে জন্ম; পিতা মাতার আকার ভিন্ন; হলে মানব কায়া গৌরাঙ্গিনী॥ তব ভ্রাতা মৈনাক পর্ব্বত; সেই তব মাতৃ গর্ব্ভ জাতক; গুণ আকার পেয়েছে পিতার মত; কিন্তু জলমগ্ন আছেন তিনি। কি অপরূপ তব

লিলা; পাষাণের গর্ভে জন্ম নিলা; পাষাণের ব্যাভার না ভুলিলা; হলে মায়া হীনা কঠিনা আপানী॥ দেবদত্ত বলে গো মা তনয়ের প্রতি দয়া ছেড়না; সকল লোকে কেন তোমায় বলেনা; পাষাণের মেয়ে পাষাণী॥

ওমা দুর্গে মহামায়া; তব ভাব কে বুঝিতে পারে। অসুর বধিলে মাগো নানা মুর্ত্তি ধারণ করে॥ মহীশাসুর দুরাচার; ধরি মহীশ আকার; স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুর; নিলে আপন বলেতে করে॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ; দুষ্ট অসুরের সঙ্গে করিলেন রণ; না পারিলেন লইতে তার প্রাণ; তার প্রাণের তেজে বাঁচিল পলায়ন করে॥ সকল দেব একত্র হয়ে; কহিলেন তোমায় কৈলাস গিয়ে; রক্ষা কর মা শীঘ্র আসিয়ে; স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নিল অসুরে॥ শুনি মা রাগান্বিতা হয়ে; দশভুজা মুর্ত্তি প্রকাশিয়ে; দশ করে দশ অস্ত্র লয়ে, গমন করিলেন মা সিংহ পরে॥ আপন অসি বাণ হাতে লয়ে; তার মায়া মুণ্ড পরিলেন কাটিয়ে; তরে সে আপন মূর্ত্তি ধরিয়ে; যুদ্ধ আরম্ভিল তব সম্মিভ্যারে॥ তব বাহন সিংহ বলবত্; মায় অস্ত্র সহিত দন্তে ধরিল হাত; তার বক্ষে করিলে মা শুলাঘাত; নাগ পাসে বন্ধি করিলে সে অসুরে॥ দয়া করে সে অসুরে; প্রাণেতে না মারিলে তারে; বাম পদ দিলে তার কন্ধ পরে; কৃতার্থ করিলে তারে পদদ্বয় দিয়ে। তব দশভূজা মুর্ত্তি ধারণ; অসুর সিংহ পৃষ্ঠে করেন পদার্পণ; ঐ রূপ নরলোকে করে গঠন;

শরত বসন্তে তব পূজা করে ॥ দেবদত্তের এই নিবেদন ; কালীরূপ করে ধারণ ; শম্ভু নিশম্ভুর লইলে জীবন ; আর চণ্ডমুণ্ড ধুম্র লোচনেরে ॥

কি হবে তারিণী আমার উপায়। ভাবিতে ভাবিতে আমার প্রাণ হল সংসয় ॥ আজন্ম পাপেতে রত ; করেছি কুকর্ম্ম কত ; তাতে না পাইব নিষ্কৃত ; বল দেখি তার উপায় ॥ চৌরাশী নরক কুণ্ড আছে সে খানে ; লয়ে সকল পাপীগণে ; সেই কুণ্ডেতে ডুবায় ॥ শুনে নরকের বিবরণ ; ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ ; এই কর মা তার বিধান ; যেন সেই নরকে না যেতে হয় ॥ দেবদত্ত কি জানে গুণ ; ভেবে না পান ত্রিলোচন ; কালীরূপ করে ধারণ ; বধিলে শম্ভু নিশম্ভুরে ॥

কোথা আছে ওমা দুর্গা তাই শুধাই মা তোমারে। কি বা স্বর্গে কি বা মর্ত্তে ; কি আছে পাতাল ঘরে ॥ কি গগণে ; কি জীবনে ; কি গুহা পর্ব্বত কাননে ; কি বা অমর ভুবনে ; কি কৈলাস শিখরে। কি আছ চন্দ্রলোকেতে ; কিবা সূর্য্যমণ্ডলেতে ; কিবা মানব দেহেতে ; তাই ভাবিতেছি অন্তরে। তুমি জগত জননী হয়ে ; দেখা দিওনাই কি মানব বলিয়ে ; কার আছে গো এমন মেয়ে ; যে দীন হীন সন্তানে দয়া নিবারে ॥ তব কর্ম্ম শাস্ত্রে যেমন ; তোমায় না দেখালে বিশ্বাস না যায় মন ; কিন্তু সকলেরি মুখে শুনি কেহ না পায় দরশন ; দেখা নাহি দেও

কি কারণে কারে। দেবদত্ত ভাবে এই; কোথা গেলে তব দেখা পাই; কোথা থাক কিছু জান্তে না পাই; বেড়াইতেছি শূন্য অন্ধকারে।

জীবের শরীরে স্নেহ দিয়াছ মা মহেশ্বরী। স্নেহেতে মরয় জীব আর রোগে পাগল করি। ত্রেতাযুগের রাজা দশরথ; মৃগয়ায় হয়ে অজ্ঞানবশতঃ অন্ধক মুনির সন্তানকে করিলেন হত; শব্দ ভেদি বাণে মৃগ জ্ঞান করি। অন্ধক মুনির বাস হল বণে; ধ্যানে মুনি তা সকল জানে প্রাণ তেজিলেন পুত্র পুত্র স্মরি॥ রাজা দশরথ ক্ষিতি পতি; বড় স্নেহ ছিল শ্রীরামের প্রতি; বনে পাঠাইল কৈকই দুর্ম্মতি; শুনি প্রাণ গেল রাম রাম করি॥ দেবদত্ত বলে ব্রহ্মময়ী; স্নেহটা বড় বালাই; এজন্য তোমায় স্নেহ নাই; বুঝিলাম আমি মনে বিচারি॥

এই ধন চাহি আমি ওমা চণ্ডী তব স্থানে। দেহিমে অমূল্য পদ; দরিদ্র এ দীন জনে॥ যে পদ পূজি রঘুনাথ; রাক্ষস কূল করিলেন হত; সে পদের যে মূল্য কত; নাহি জানেন বিধি পঞ্চাননে। সেই পদে পথ সুধা; চিন্তা পানে জয় ক্ষুধা কৃতান্তের পাশে না যায় বাঁধা; ভয় থাকে না শমনে॥ দেবদত্ত বড় দরিদ্র; চাই তব অমূল্য পদ; সেই পদ মম সম্পদ; প্রয়োজন নাই সামান্য ধনে॥

পাইব অভয় পদ ইহা নাহি করি মনে। যে পদ বাঞ্ছিত সদা ইন্দ্রাদি দেবগণে॥ যিনি আদ্যাশক্তি বিশ্বেশ্বরী,

অন্নপূর্ণা আপনি গৌরী; সাকাম্বরী শিব সুন্দরী; যাঁরী অদর্শন সুরগণে। আমি তুচ্ছ নরছার; এত ভাগ্য কি আমার; যে অভয় পদ পাইব চিন্তাকারে; বল দেখি কি সাধনে॥ আমি পাপী বড় অধম; মম তুল্য নাহি কোন জন; নাহি কিছু পূর্ণ ধর্ম্ম; দেখা না দেন পাপী জনে। দেবদত্তের মানস বৃথা; যিনি আদ্যাশক্তি জগতের মাতা; ইচ্ছা হইলে চন্দ্র পায় কোথায়; যেমন দারিদ্র্যের হয় আশা ধনে॥

কি আশ্চর্য্য কালীদহে দেখ ভাই কাণ্ডারিগণ॥ অগাদ সলিল মাঝে জন্মেছে কমল কানন॥ দেখ পদ্ম বন মধ্য স্থলে, এক কামিনী বসে শতদলে, অনায়াসে গজ গেলে, পুন উদ্গারে ঐ গজানন। কিবা রূপ আরক্তবর্ণ, রক্তা-ম্বর পরিধান, পৃষ্ঠেকেশ নত্রমান, মুকুট সূর্য্য কিরণ॥ অঙ্গে নানা আভরণ, শতচন্দ্র প্রভা যেমন, চতুর্ভূজ ত্রিনয়নী, পদ্ম উপরে বিরাজমান॥ দেখ কালী দহের জলে, ঢেউ উঠিতেছে পবন হিল্ললে, তথাচ বসে কমলে, না টলে না হেলে পদ্মবন। দেখরে কাণ্ডারি ভাই, এমন রূপ দেখি নাই, সাক্ষি থেকো তোমরা সবাই, কহিব রাজবিদ্যমান॥ দেবদত্ত কয় বেনের ছেলে, কালী দহের কথা প্রকাশিলে, মরবার ঔষধ বাঁধবে গালে, তাহে যেতে হবে দক্ষিণ মসান।

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল চৌতাল।

নব জলধর রূপ কেবা পারে বর্ণিতে। তাহে

চতুর্ভুজ হরি কেবল ভক্তের বাঞ্ছা পুরাতে॥ একে শ্যাম কলেবর, পরিধান পীতাম্বর, কি সোভা তব চারি কব, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মেতে। কিরীট কুন্তল হর, তাহে মন দিন কর, শত চন্দ্র প্রভাকর, গলে দোলে ফুলের মালাতে॥ ওহে প্রভু দীন-বন্ধু, তুমি করুণার সিন্ধু, দেহ আমায় পদার বিন্দু, দূর কর ভব ভয়েতে॥

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল চৌতাল।

ওহে হরি নিরঞ্জন, পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ, কে জানে তোমার গুণ, গুণাতিত তব গুণ। হয়ে হরি অবতার, করিতে কত বিহার, নাশিলে ধরণী ভার, বধিলে সকল দৈত্যগণ॥ অখিলের জীবনের জীবন, যশদার অঞ্চলের ধন, তুমি হও পুরুষ প্রধান, ধ্যানে, না পায় দেবগণ, ভনে দেব নারায়ণ, নিস্তার আমায় ভগবান্, তুমি ভক্ত জন প্রাণ, নাম তোমার ভক্তাধীন॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

তোমার মহিমা হরি, কি বলিতে পারি আমি। সকল জীবের দেহে পরমাত্মা রূপে আছ

তুমি॥ তুমি দেবের দেবতা, বিধাতার হও বিধাতা, কি কব তোমার কথা, যারে যোগে পায় না উমার স্বামী তুমি ব্রহ্ম নিরাকার, হয়ে বিষ্ণু স্বা আকার, সাকারা কত আকার হয়ে লীলা প্রকাশিলে তুমি॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

ওহে দীনবন্ধু হরি তুমি অগতির গতি। কিঞ্চিৎ নয়নে হের এ অধীন দীনের প্রতি॥ পড়েছি এ ভবের দায়, ভয়ে কাঁপিছে হৃদয়, যা কর হরি দয়াময়, তুমি হে জগত পতি। ওহে প্রভু জনার্দ্দন, তব পদে করি নিবেদন, ঘুচাও আমার ভব বন্ধন, ভুমি প্রভু ভব লক্ষ্মীপতি॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

শুনেছি তুমি নাম ধর বিপদ ভঞ্জ। কাতরে করুণা কর ওহে শ্রীমধুসূদন॥ যে জন বিপদ কালে, ডাকে দয়াময় বলে তারে তুমি লও হে কোলে, বিপদে কর তারণ আমি অতি দীন হীন, তুমি হও দীনের দিন না জানি তব সাধন কৃপাং কুরু নারায়ণ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

হে কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ গোপিকা মন রঞ্জন। কটাক্ষে নয়নে হের তুমি প্রভু ভক্তাধীন॥ আমি এই পতিত জন, তুমি পতিত পাবন, পতিতে করে স্মরণ, তবে দয়া হয় না কেন বাঁধা আছি এ সংসারে, তোমা বিনাকে তারিতে পারে, দয়াময় দয়া করে, ঘুচাও সংসার বন্ধন॥

অচিন্তে করুণাময় চিন্তায় কে পায় তোমারে। কেবল ভক্তের হৃদয়ে, বাঁধা আছ প্রেমডোরে॥ যে তোমার নাম লয়, তারে দেও হে তুমি অভয়, কৃতান্তের ভয় দূরে যায়, অনায়াসে যায় ভব পারে॥ ওহে হরি দয়াময়, দেহ আমায় পদাশ্রয়, আছি ভবে নিরাশ্রয় বঞ্চনা করনা আমারে॥

তোমা হতে তব নাম হরি শুনিয়াছি শ্রবণে। যে নাম লইলে পাপী মুক্ত হয় ভব বন্ধনে॥ যে যপে হরে কৃষ্ণ হরি শ্রীরাম গোবিন্দ মুরারি, তুমি তাঁরে কৃপা করি, পাঠাও বৈকুণ্ঠ বিমানে॥ কি কব তোমার নামের মহিমা, হরি নামের গুণ অসীমা, বেদে নারে দিতে সীমা, ভবে তরে নামের গুণে॥

ওহে দেব ভগবান, তুমি করণ কারণ। পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ, সকল তব বিভূতি। তুমি জল তুমি স্থল, তুমি

আকাশ পাতাল, তুমি পর্ব্বতানল, বিশ্বরূপ ধর মুরতি। তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম, তুমি নাথ পরম ব্রহ্ম, কে জানে তোমার মর্ম্ম, ওহেপ্রভু জগৎপতি॥

ভক্তি ভাবে যে তোমায় সদা করে হরি শরণ। বিষম বিপদে তারে; কর বিপদ ভঞ্জন॥ ওহে হরি দয়াময়; ভক্তেরে দয়া অতিশয়; অন্যেকে ততেক নয়; তুমি প্রভু ভক্তাধীন॥ আমি অতি দীন হীন; না জানি তব সাধন; তুমি পতিত পাবন; কর কৃপাবলোকন॥ ওহে হরি পীতাম্বর; আমাকে করিতে উদ্ধার; এ নহে তব ভারি ভার; ওহে প্রভু নারায়ণ॥

তুমি বল যদুপতি; যে যেমন কর্ম্ম করে ক্ষিতি। ফলাফল পায় তেমতি; এইত বিধির নীতি॥ যে জীব ধর্ম্ম কর্ম্ম করে; ধর্ম্ম কর্ম্মের ফলে সে তরে; পাপ কর্ম্ম যেবা করে; অন্তে পায় বিষম দুর্গতি॥ দেবদত্ত ভাবে অন্তরে; যদি কর্ম্মের ফলে যায় তরে; কর্ম্ম যে জীব নাহি করে; তারে তরায় তোমারে নাই শকতি॥

তোমার মহিমা কৃষ্ণ আমি কি বলিতে পারি। কিছু জানে তব ভক্ত যার হৃদে বাস কর মুরারি॥ প্রহ্লাদ হল কৃষ্ণ ভক্ত; তাহে হিরণ্যকশ্যপ ত্যাক্ত; বধিলে সে পাপ দৈত্য; নরসিংহ রূপ ধরি॥ ধ্রুব শিশু অতি অজ্ঞান; শুনে তার মায়ের বচন; কোথায় পদ্ম পলাশ লোচন; বলে ডাকতে দেখা দিলে হরি। দেবদত্ত বলে হরি;

তোমার মহিমা বুঝিতে নারি ; শিশুর প্রতি দয়া করি ; ভব ভয়ে দিলে উদ্ধারি ॥

শ্রীমধুসূদন বলে যে জন ডাকে তোমায় কাতরে। বিষম সংকট হইতে ত্রাণ কর হরি তাহারে ॥ কোথা দেব জগতপতি ; তুমি অনাথের গতি ; ভব ভয়ে কাতর অতি ; নিস্তার কর আমারে ॥ পড়েছি ভব তরঙ্গে ; প্রাণ কাঁপিছে আতঙ্গে ; তোমা বিনা কে ভয় ভাঙ্গে ; ভাবে দেবদত্ত অন্তরে ॥

ওহে হরি নিরঞ্জন, তুমি গিরি গোবর্দ্ধন, ধেনু আদি বৎস্যগণ, তাদের বাঁচালে জীবন। ইন্দ্রকোপে সাত দিন, করে ঝড় বরিষণ, করে তাদের দর্প চুর্ণ, রাখিলে ব্রজের গোপীগণ ॥ তুমি রজ তুমি সত্ব, কি কব তব মাহাত্ম, তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥

ওহেদেব জনার্দ্দন তুমি জীবের জীবন। সকল দেহে বিরাজমান আছ স্মক্ষরূপে ভগবান ॥ তুমি যে দেহে অবস্থিতি, তার কেন হয় দুর্ম্মতি দুর্গতি, ভাবিয়ে বিষম অতি, একি আশ্চর্য্য কথন। দেবদত্ত জানিল হরি, সকলি তোমার চাতুরী, স্বজ্ঞান জীবের লও হরি, করাও কুপথে গমন ॥

আমি অতি দীন হীন তুমি জীবের জীবন। দীন বন্ধু কয় সর্ব্ব জন তবে দীনে দয়া হয় না কেন। বার পেলে দীনের দিন, নাহিক কিছুই দিন, দীনের দিন হলো অবসাণ, কাল সন্ধে হল আগমন ॥ দেবদত্ত বলে এখন, ওহে প্রভু

ভগবান, দীনের দিন হল অবসাণ, কর দীনে কৃপাবলোকন॥

দীন বন্ধু বলে ভয়ে তোমায় ডাকিতেছি যদুরায়। পড়ে ভব সিন্দু মাঝে বিপাকেতে প্রাণ যায়॥ এই ভব সিন্ধু জলে, গ্রাহক রূপে আছে ছটা খলে, উঠিতে না, দেয় কূলে, বুঝি গ্রাস করে আমায়। দেবদত্তের অন্তীম কাল, দাঁড়াইবার নাহিক স্থল, তুমি ভকত বৎসল, রক্ষং কুরু দয়াময়॥

তুমি দেব নিরঞ্জন, দেব দেব ভগবান, অপার মহীমণ্ডল, কার সাধ্যকরে বর্ণন। তুমি অনাদ্য, দেব দেবি আরাধ্য ঋষিগণের জ্ঞান অসাধ্য, তুমি দেব ভগবান॥ তুমি দেব বিশ্বপতি, এক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থিতি, তুমি ব্রহ্মনারায়ণ। তব নাম যেবা লয়, না থাকে তার শমনের ভয়, সে অনা-য়াসে ব্রহ্মপদ পায়, ভক্তি ভাবে করে শরণ॥

হে কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ তুমি জীবের জীবন। সকলের মুলাধার পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান॥ তুমি ব্রহ্মনারায়ণ, শ্রীহরি মধুসূদন, শ্রীকৃষ্ণ যদুনন্দন, রমণী মনরঞ্জন। তুমি দেব নিত্যানন্দ, শ্রীরাম গোপাল গোবিন্দ, নৃসিংহ বামন মুকুন্দ, রিপু দৈত্য বিনাষণ॥

ওহে দীনবন্ধু হরি তব লীলা বুঝা ভার। জীবন দিয়ে অলীক দেহ সজ্ঞানে তার কর সংহার॥ জীব ভৌতিক দেহ ধরে; পরমাত্মা যায় পাশরে; বিষয়ে মত্ত সংসারে বলে সকল আমার আমার॥ চক্ষে দেখাচ্ছ আপনার;

দেহ ছেড়ে জীব যায় অনিবার ; তথাচ জ্ঞান না হয় তার ; মনে করে বাঁচ্‌ব আর ॥ এদেহ কুহুকময় ; কদাচ রাখিবার নয় ; ব্রহ্মার যে আছে নির্ণয় ; খণ্ডাইতে শক্তি কার ॥

ওহে দীনবন্ধু হরি আমার দিন যাবে কেমনে। কিঞ্চিৎ নয়নে হের অধীন দীন জনে ॥ আমি অতি দীন হীন ; তুমি ও দীনের দীন ; তোমা বিনে কে পারে দিতে দিন ; দিন দেও দীননাথ দীনে ॥

তোমার শ্যাম অনন্ত লীলা আমি কি জানি তা বলি। সৃষ্টি স্থিতি পালনের মূলাধার তুমি সকলি ॥ তুমি বামন অবতারে ; গেলে ভিক্ষা করিবারে ; ত্রিপদ ভূমি দিলে তোমারে ; তবু পাতালে ছলে রাখলে বলী। রাম অবতারে হরি ; সুগ্রীবের সহিত সখ্য করি ; শুনে মৈত্রের দোঁহাই ; বধ্‌লে বানে রাজা বালি ॥

শুনেছি পূরাণে আমি ; তুমি বড় দয়াময়। কিন্তু এ অধিনের প্রতি নিদয় দেখি অতিশয় ॥ শ্রীরাম গোবিন্দ হরে ; বলে ডাকে যে তোমারে ; তবু একবার না চাও ফিরে ; তব কি কঠিন হৃদয় ॥ এই আমি করি মিনতি ; শুন ওহে রমাপতি ; কৃপা করে মম প্রতি ; দেহ আমায় পদাশ্রয় ॥

ওহে কৃষ্ণ জাদবানন্দ তুমি করুণা নিধান। পড়েছি পাপের হ্রদে কর আমায় পরিত্রাণ। তারক ব্রহ্ম নাম লয় ; পঞ্চম পাতকের পাপ দুরে যায় ; হয় তার পুণ্যের উদয় ;

বৈকুণ্ঠে করে গমন ॥ আমি অতি পাপকারি ; পাপে তনু হয়েছে ভারি; পাপ হ্রদে ডুবে মরি ; উদ্ধার প্রভু ভগবান ॥

গুনাতিত তব নাম কেবা পারে কহিতে। তবদয়া তুল্য দয়া নাহি হেরি হরি জগতে। ভৃগুমুনি যজ্ঞ করে ; যজ্ঞেশ্বর কে না জান্তে পারে ; কে যজ্ঞেশ্বর ভাবি অন্তরে ; গেলেন ত্রিদেবের গুণ জানিতে। ঋষি হল বিধির নন্দন ; ব্রহ্ম লোকে জান্তে ; আপন পিতার স্থান ; পিতার নিকটে হয়ে অপমান, শিবের গুণ জান্তে গেল কৈলাসেতে শিব করিলেন আহ্বান ; তাঁর বাক্য করে হেলন ; ক্রোধভরে ত্রিলোচন ; শুলনিল ঋষি বধিতে ॥ পরে জান্তে তব গুণ ; বৈকুণ্ঠ করে গমন ; করিলেন তোমায় পদ ঘাতন ; সেই পদ চিহ্নকরে অভরণ ; রাখিল আপন বক্ষেতে ॥ তুমি ব্রহ্মনারায়ণ ; তব তুল্য সব দেবগণ ; যখন রাখলে দ্বিজের মান ; তখন যজ্ঞেশ্বর জান্‌লাম মনেতে ॥ দেবদত্ত কয় দয়াময় ; এমন গুণ না দেখি কোথায় ; কৃপা করে হরি আমায় ; নিস্তার এ ভবেতে ॥

শুনেছি তোমার নাম শ্রীমধুসূদন। যে জন বিপদে পড়ে তার কর বিপদ ভঞ্জন ॥ কুরু সভায় দ্রপদীরে ; দুঃশাসন ; কেশে ধরে ; স্ত্রী ধর্ম্মিনী এক বস্ত্র পরে ; সেই বস্ত্র করিতে হরণ। কাতরে ডাকে কোথায় ভগবান ; সভায় দাসীর করে অপমান ; বিমানে থাকি দিয়া বসন ; করিলে তার লজ্জা নিবারণ ॥ পাণ্ডুপুত্রগণ বাস বন ;

দ্রৌপদীর ভোজনান্তে শয়ন; অৰ্দ্ধ রাত্র দুর্ব্বসার গমন; কটরায় নাহি অন্নপান॥ কাতরে ডাকেন নরপতি; রক্ষা কর যদুপতি; তুমি আসি শীঘ্র গতি; বিপদে করিলে রক্ষণ॥ যে দিন করিলে কালীয় দমন; গোপ গোপী সব অনসন; যমুনার কুলে ছিল সবাকার শয়ন; সেই নিশিতে লাগিল আগুন, ভয় পেয়ে সব গোপীগণ; বলে কোথা কৃষ্ণধন তুমি তাদের দিলে অভয়দান; করিয়ে সেই অগ্নি ভক্ষণ॥ দেবদত্ত বলে তোমার; মহিমা কিছু বুঝাভার; ভক্তের হৃদয় সদা বিহার; করে থাক সর্ব্বক্ষণ, আমি যে অভক্ত জন; না জানি হরি তোমার গুণ; তব পদ লইলাম স্মরণ; তুমি ব্রহ্মনারায়ণ॥

তব নামের মহিমা হরি; মানবে তা কিবা জানে। না জানেন অমরা লোক; ইন্দ্রাদি দেবগণে॥ তোমা হতে তব নামের জোর ভারি; সে নাম ভব নদীর তরি; হইয়ে ভব্ কাণ্ডারী; পার কর জীবে বাঁচায়ে ভব বন্ধনে॥ নারোদের বাক্যানুসারে; সত্যভামা ব্রত করে; পারিজাত বৃক্ষ বোধ তব করে; দান করিলেন বেদের বিধানে॥ দান পেয়ে মহা ঋষি; মনে মনে বড় খুসি; বলে হরি ফেল চুড়া বাঁশী; যেতে হবে আমার সনে॥ সত্যভামা মুনির কথা শুনে; রোদন করে ধরে চরণে; আমার প্রাণ লও দিতে পারি এক্ষণে; না পারি দিতে শ্রীকৃষ্ণধনে॥ এ কথা শুনি মুনি তখন; জানি সত্যভামার মন; যদি কৃষ্ণ জুঁকে দাও

ধন ; তবে দিতে পারি শ্যাম ধনে ॥ মুনি মুখে এই কথা শুনিয়ে ; দ্বারকার ধন সকল আনিয়া ; দিলেন তুলে চড়াইয়ে ; না হল কৃষ্ণের সমান সামান্য ধনে ॥ হেন কালে উদ্ধব আসিয়া ; তুলের ধন সব ফেলিয়া দিয়া ; এক নবীন তুলসী আনিয়া ; কৃষ্ণ নাম লিখিল তার মাজ খানে ॥ সেই তুলসী পত্র তুলে দিতে হন ভারি ; ঊর্দ্ধে উঠিলে শ্যাম তুমি মুরারি ; সেই সেই তুলসী পত্র তুমি হাতে করি ; তুষ্ট হয়ে গেলেন্ স্বধামে ॥ দেবদত্ত বলে হরি ; তব নামের মহিমা কিছু জানিতে নারি ; তোমা হতে তোমার নাম ভারি ; যে তব নাম লয় মুক্ত কর সে জনে ॥

দর্পহারী তব নাম ওহে শ্রীমধুসূদন। যে জন দর্প করে তার ফল দাও হরি তত ক্ষণ॥ সত্যভামার হল এমনি মন ; অষ্ট সহস্র নারীর মধ্যে আমি প্রধান ; ঠাকুর আমাকে বড় ভাল বাসেন ; অন্যকে নহে এমন ॥ গরুড় ভাবেন মনে মন ; আমি বড় বলবান ; আমার সম নয় কোন জন ; তাহে ঠাকুর করেছেন আমায় বাহন ॥

মনে করিল সুদর্শন ; আমার সম অস্ত্র নাই ত্রিভুবন ; জানিয়া আমার গুণ ; শ্রীকৃষ্ণ করেছেন ধারণ॥ ভীম মুখে শুনি হনুমান ; বৈরত গিরিতে বিরাজমান ; শুনি আহ্লাদিত মন ; অমনি করিল করাত দর্শন॥ গরুড় সুদর্শনকে কহিলেন ; হনুমান আসিতেছে করিতে দর্শন ; তোমরা দ্বার কর রক্ষণ ; না আসিতে পারে কদাচন ॥

হনুমান আসি দেখে দ্বারে ; একটা পাখী রেখেছে দ্বার রুদ্ধ করে ; অম্‌নি গরুড় রাখ্‌লে বগলে ধরে ; পক্ষীর হ'ল সংহার জীবন। দেখে ঘুরিছে সুদর্শন ; মাছি পড়িলে হয় দুই খান ; হনুমান করে অঙ্গুলি অর্পণ ; অঙ্গুরীর ন্যায় হ'ল সুদর্শন॥ সত্যভামাকে কহিলেন ; হনু আসিতেছে আমায় করিতে দরশন ; আমি রাম রূপ হই এখন ; তুমি সীতা রূপ কর ধারণ। সত্যভামা কহিলেন সীতা রূপ দেখি না কখন ; কেমন করে জানকী রূপ করি ধারণ ; আমি পারিব না কদাচন॥ ঠাকুর কহিলেন কর পলায়ন ; সিংহাসনের নীচে কর শয়ন ; রুক্মিণীকে কহিলেন নারায়ণ ; রুক্মিণী তখন সীতা রূপ করিল ধারণ। এমত সময়ে আসি হনুমান ; প্রণাম করে করি স্তবন ; পরে করিতে প্রদক্ষিণ ; দেখে সিংহাসনের নীচে সত্যভামা করে শয়ন॥ হনুমান ভাবিলেন মনে মন ; বুঝি মায়ের করে দিয়েছেন সতিন ; ঠাকুরের নিকট করিলেন নিবেদন ; বুঝি মায়ের করে দিয়াছেন সতিন। নয় হনুমান সতিন নয় ; তোমার মায়ের দাসী হয় ; পলাইয়াছে তোমার ভয় ; ব'ল নারে কুবচন॥ তখন হনুমান ঠাকুরের সম্মুখে ; গরুড় ও সুদর্শনকে রাখিয়া ; এ তিনের আর অপমান করিয়ে ; স্বধামে করিল গমন। দেবদত্ত বলে হরি ; তোমার চাতুরী বুঝিতে নারি ; যে জনে দর্প করে তারি ; দর্প কর তার চূর্ণ॥

ওহে দেবনারায়ণ হও পতিত পাবন। ভক্তের জীবন

ধন নাম তব ভক্তাধীন॥ তব ভক্ত প্রহ্লাদ সুজন; তব নাম সদা করিত ভজন; শুনে তার পিতা তারে করিল বর্জ্জন; বহু উপায় করিতে লাগিল তার প্রাণ দণ্ড কারণ। প্রহ্লাদের হইল ভয়; ডাকে কোথায় কৃষ্ণ দয়াময়; অবিচারে পিতা প্রাণ লয়; আসিয়া কর রক্ষণ॥ তুমি তখন প্রহ্লাদের নিকটে গিয়ে; প্রহ্লাদকে অভয় দিয়া; তার বিপদ সকল খণ্ডাইয়া; তারে করিলে হে মোচন। ভক্ত ধ্রুব পঞ্চম বৎসর কালে; উঠিতে গিয়াছিল তার পিতার কোলে; দেখে বিমাতা কটু বলে; বলিলেক আগে ভজ পদ্মপলাশ-লোচন॥ কহিলেন গিয়া তার মায়ের কাছে; বিমাতা যা বলিয়াছে, পদ্মপলাশ-লোচন কে আছে তাঁরে করিতে ভজন। পরে মায়ের কাছে উপদেশ পেয়ে; অর্দ্ধ রাত্রে বনে গিয়ে; ডাকে তোমায় পদ্মপলাশলোচন বলিয়ে; ঠাকুর দেহ আমায় দরশন॥ শুনে শিশুর করুণা বচন; সেই রাত্রে গিয়া গহন বন; বলিলে আমি তোমার পদ্মপলাশ-লোচন; যখন ডাকৃবে তখনি দিব দরশন। দেবদত্ত বলে বিশ্বপতি; তুমি অগতির গতি; দয়া কর মম প্রতি; দেহ আমায় নির্ব্বাণ॥

ওহে হরি ভক্তাধীন, ভক্তের প্রতি দয়াময়। অভক্ত জনের কভু তব দয়া নাহি হয়॥ হিরণ্য কশিপু দৈত্য, সে নহে তোমার ভক্ত, তোমার নামে হ'ত ত্যক্ত, নরসিংহ রূপে বধিলে তায়। রাজা কংস দুরাচার, সে নহে ভক্ত

তোমার, মারিতে কর কত প্রকার, ক্রমে বধিলে তার ভাই ছয়॥ কংস মনে বড় ভয় বাসি, তোমায় মারিতে পাঠায় রাক্ষসী, অরি বকাসুর কেশী, তব হস্তে তাদের প্রাণ যায়। গিয়ে তুমি মথুরায়, মারি হস্তী কুবলয়, সেই হস্তীর দ্বারা, সমূলে কংসে পাঠায় যমালয়॥ দেবদত্ত বলে হরি, তুমি অভক্তের অরি, ভক্তকে রক্ষা কর কোলে করি, মুক্ত কর তায়॥

গুণাতীত তব নাম শ্রীরাম রঘু নন্দন। নরে কি জানিবে তুমি দেবের দুর্ল্লভ ধন। বিশ্বামিত্র সমিভ্যারে, গেলে মুনি রক্ষা করিবারে, পথে তাড়কাকে বধ করে, বাঁচাইলেন সকল ঋষিগণ। অহল্যা গৌতম জায়া, দিয়ে তারে পদ ছায়া, মানবী করিলে কায়া, ঘুচাইলে পাষাণ॥ কৈবর্ত্ত দিলে গঙ্গাপার করিয়ে, কৃতার্থ করিলে তারে, দীন দুঃখী তারে হেরে, তার তরি করে হে দিলে স্বুবর্ণ। পরে গিয়ে যজ্ঞ স্থান, আরম্ভিলা যজ্ঞ মুনিগণ মারীচ রাক্ষস আসি থাকি গগন, রক্ত মাংস করিলেক বরিষণ। আপনি হাতে লয়ে ধনুশর, বিন্ধিলে তার বক্ষো পর, মারীচ হইয়ে কাতর, লঙ্কায় করিলেক পলায়ন॥ পরে গিয়ে জনকের ঘরে, হর ধনুক ভাঙ্গিলে দ্বারে, সীতা দেবীকে বিবাহ করে, অযোধ্যায় করিলে প্রয়ান। ধনুর্ভঙ্গ শব্দ শুনি, পথে আগলিল পরশুরাম মুনি, কে ধনুক ভাঙ্গিল বল শুনি, সে ত বড় বলবান॥ দশরথ ভয়ে কম্পিত

হয়ে, কহিলেন আমার পুত্র রাম ধনুক ভাঙ্গিয়ে, সীতার পাণি গ্রহণ করিয়ে, অযোধ্যায় করিতেছি গমন। শুনিয়া পরশুরাম, আমি আছি এক রাম, আমার নামের রাখিলে পুত্রের নাম, দেখি তোমার কেমন রাম, ধরুক আমার ধনুখান॥ এত বলি আপন ধনুক লইয়ে, দিলেক রামের উপরে ফেলিয়ে, মুনি মনে মনে এই ভাবিয়ে, ধনুক চাপানে যাবে রামের প্রাণ। আপনি রাম হাতে ধনুক ধরিয়ে, মুনির স্থানে ধনুকের বাণ নিল চাহিয়ে, ঐ বাণের সহিত আপন তেজ নিল হরিয়ে, তখন॥ ঋষি হইলেন সামান্য ব্রাহ্মণ। তখন ধনুকে যুড়িয়ে বাণ, রুদ্ধ করিলেন মুনির স্বর্গ স্থান, তখন ঋষি দেখিল করিয়া ধ্যান, রামকে দেখিলেন স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান। দেবদত্ত নরাধম, পাপী নাহি মম সম, এই করো অন্তে শ্রীরাম, দিও আমার নির্ব্বাণ॥

রাগিণী ভৈরবী তাল—ঠেকা।

ওহে দীননাথ হরি, আমার দিন কি অমনি যাবে। তুমি দয়া না করিলে, মারা যাব দিন অভাবে॥ দীনের ভার কি দেখে ভারি, ভয় পেয়েছ বংশীধারী, এ নহে ভার তব ভারি, ভারি না হলে ভার কে লইবে। শুন ওহে পীতাম্বর, দীনের দিন দেওয়া নয় তব দুষ্কর, কটাক্ষেতে দিতে পার, যদি না দাও তবে দীননাথ

বলে তোমায় কে ডাকিবে। দেবদত্তের এই নিবেদন, দীনের দিন দিতে না হও কৃপণ, দেহ আমায় শুভ দিন পার হয়ে যাই ভবার্ণবে॥

কি অপূর্ব্ব রূপ বিষ্ণু, অতুল্য ত্রিজগতে। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করেতে॥ কি বা রূপের লাবণ্য, নবঘন কান্তিবরণ, ভৃগুমুনির পদচিহ্ন, ধারণ করিয়াছেন বক্ষেতে। আরক্ত বরণ পদদ্বয়, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশের রেখা তায়, স্বর্ণ নূপুর তাহে শোভা পায়, রম্ভা তরুর ন্যায় উরু দেখিতে॥ মাজা ক্ষীণ সিংহ তুল্য, প্রশস্ত হরির বক্ষস্থল, গণ্ডদেশ অতি কোমল, বাহু জানু লম্বিতে। কি বা হরির চন্দ্রানন, দ্বি ওষ্ঠ রক্ত বরণ, মৃদুহাস্য দন্ত যেন, বিজলি খেলে মেঘেতে তাতে প্রসন্ন বদন, নাসা তিল ফুল যেন, কমলাক্ষ দ্বিনয়ন কি বা শোভা ভ্রুতে। কিরীট কুণ্ডলহার, বনমালা চমৎ-কার, পরিধান পীতাম্বর, কি শোভা হয়েছে তাতে॥ দেব দত্ত বলে হরি, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু এইরূপ ধরি, বসিয়াছেন মুরারি, শ্রীলক্ষ্মী দেবী বামেতে॥

শ্রীকৃষ্ণ কমলা কান্ত, তব রূপ বর্ণিতে নারি। যেরূপ দেখে মুগ্ধ হ'ল ব্রজের যত গোপ নারী॥ নবঘন উদয় যেন, তেমতি তব দেহের বরণ, তাহে রূপ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, ভক্ত-গণের মনোহারী। হিঙ্গুলে মুদিত তব পাদপদ্ম ধ্বজ ব্রজা-ঙ্কুশ বিরাজিত কনক নূপুর অতি শোভান্বিত দক্ষিণ পদ তব বাম পদোপরি। তাহে তব নীরদ কায়, উরু রাম রম্ভা

প্রায়, পীতধড়া পিন্দন তায়, চন্দ্রকান্তমণি পীতধড়ার উপরি। কটি বাঁকা মাজা ক্ষীণ, প্রশস্ত তব বক্ষ স্থান, ভৃগুমুনির পদচিহ্ন, রাখিয়াছ বক্ষে, ধারণ করি॥ সুকমল দ্বি বাঁকা ভূজে, নানা অভরণ সাজে, দ্বিকরে বাঁশী বিরাজে, বাঁশীর স্বরে গোপীর মন লও হরণ করি॥ তব শ্রীমুখ মণ্ডল, দ্বিওষ্ঠ যেন রক্তোৎপল, নাসা যেন তিল ফুল, নয়ন অতি সুশ্রী। বামে হেলা চূড়া শোভান্বিত, মণি মাণিকেতে জড়িত, শত চন্দ্রর প্রভার মত, তাহে ময়ূর পুচ্ছ সাখা সারি সারি॥ কাণে কুণ্ডল দোলে, যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে, বন মালা গলে দোলে, এই-রূপে ছিলে হরি ব্রজপুরী। দেবদত্ত বলেহরি, তোমার লীলা খেলা বুঝিতে নারি, মথুরায় কংস বিনাশ করি, রহিলে তুমি দ্বারকাপুরী॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল—আড়াঠেকা।

মিছে ভাবনাতে মন কেন মরিতেছ ভেবে। ভাবনার মত ভাব পার হবে ভবার্ণবে॥ মন কর সংসার ভাবনা, সে ভাবনা অলীক ভাবনা, গুরু দত্ত মন ভাবনা, যাহাতে নিস্তার পাবে। জাননা আছে শমন, তোমারে বধিবে যখন, না শুনিবে কার বারণ, অমনি বেধে লয়ে যাবে॥ তখন রক্ষা কেবা করে, বিনা দুর্গা কে নিস্তারে, মূল

মন্ত্রে ভাব তারে, শমনের ভয় দূরে যাবে। জন-মিয়ে এ ভব সংসারে, ধন উপার্জ্জন করে, দারা সুত পালন করে, দিন কতক সুখে রবে॥ যখন ধরিবে শমন, লয়ে যাবে যম ভবন, দারা পুত্র ধন জন, কেহ নাহি সঙ্গে জাবে। দেবদত্তের এই মন, না কর মন অন্য মন, ভাব মায়ের শ্রীচরণ, যাতে মোক্ষ পদ পাবে॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

এ ভব সংসার বাস সকল কুহকময়। মনে ভাব সত্য বটে অসত্য দেখ সমুদয়॥ যেমন নিদ্রাবসে স্বপন, নানা মত দেখ স্বপন, নিদ্রা ভঙ্গে সে স্বপনের কিছুই না দেখা যায়। যেমন বাজীকরের মন্ত্র বল, হতে বৃক্ষ ধরে ফল, সে ফল নহে সকল, দেখতে দেখতে মিলায়ে যায়॥ তাই যে বলি তোমারে, ডাক দুর্গা শ্যামা মারে, যদি কৃপা করে মা তোমারে, ঘুচান কুহক দায়॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

পার হবে কেমন করে। এ ভব সংসারে॥ সে ঘাটে তরণি নাই উপায় বল আমারে॥ দেখি ভবের যে তুফান, নাহি তাতে অন্য যান, তাহে

বহিতেছে পবন, ঢেউ দেখে কাঁপিছ ডরে। ডাক মায় মহেশ্বরী, তাঁর আছে চরণ তরী, সে তরীতে ভর করি, পারবে যেতে পারাপারে ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

পার হবে কি মতেতে। এ ভব সংসার হইতে ॥ আছ মায়া কারাগারে বন্দি মায়া রজ্জুতে। ছটা রিপু আছে শরীরে, বাধা দিতেছে মন তোমারে, রিপুর যেমন কর্ম্ম তেমনি করে, স্বভাব না পারে ছাড়িতে ॥ তাই বলি মন তোমাকে যদি তোমার বাঞ্ছা থাকে, ডাক তুমি শ্যামা মাকে, অবহেলায় পাইবে যাইতে ॥ তাহে ষড় রিপুগণ, কুপথে করয়ে গমন, যদি পার করিতে দমন, ত্রাণ পাবে রিপুর হাতে ॥ দেবদত্তর এই বাণী, সদা ভাব মোক্ষদায়িনী, সহায় সম্পত্তি তিনি, অনায়াসে পাবে যাইতে ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

কি আছে তোমার মনে। যাবে মন কেমনে ॥ ভাবিতেছি মনে মনে কিছুই জানি না মনে ॥ যদি কৃপা থাকে মনে, যা ইচ্ছা তাই কর মনে, আমার কিছুই লয় না মনে, যে দয়া তুমি করবে মনে ॥

তাই ভাবি আমি মনে মনে, কদাচ না দয়া করবে মনে, যদি দয়া কর মনে, জানি তব দয়া আছে মনে ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

অনিত্য সংসার এই তা কিছুই জান না মন। মায়া পাপে বন্দী হয়ে সকলি ভাব আপন ॥ যেমন বৃক্ষ শাখাতে, শত শত পক্ষী থাকে তাতে, প্রভাতে যায় দশদিগেতে, না হয় তাদের পুনর্ম্মিলন। আর দেখ দেখি মনে, কায়া জীবনের ধন, পড়ে থাকে দেহ যায় জীবন, কাকস্য পরিবেদন ॥ দেবদত্ত বলে মন, ভাব নিত্য সনাতন, অনিত্যে যেওনা মন, করিতেছি তোমায় বারণ ॥

রাগিণী বাহার তাল—ঠেকা।

গেলে কাল এলো কাল কি ভাবিতেছ মনেতে। সে কালের হাতে কভু না পারিবে বাঁচিতে ॥ সে কাল জীবের কাল, তার এই কর্ম্ম চিরকাল, না বিচারি কালাকাল, লয়ে যায় আবাল বৃদ্ধ বলেতে। জাননা মন বিষম কাল, কি ধর্ম্ম করিলে জন্ম কাল, না ভজিলে মহাকাল, যিনি কালের ত্রিজগতে। দেবদত্ত বলে মনরে শুন, ভজ শিব

ত্রিলোচন, যার নামে পলায় শমন, তিনি বিরাজ-মান আছেন কাশীতে ॥

রাগিণী বাহার তাল—ঠেকা।

অনিত্য সংসার মাঝে কেন মজিয়াছ মন। জাননা শিয়রে বসে আছে দুরন্ত শমন ॥ এ সংসার জান না মন, লোহার পিঞ্জর যেমন, বদ্ধ থাকে পক্ষীগণ, পলাতে নারে কদাচন ॥ সেই মত সংসার যেমন, এ সংসারে বদ্ধ থাক কি কারণ, জ্ঞান অস্ত্রে তারে কর ছেদন, মুক্ত পদ কর চিন্তানল। দেবদত্ত বলে শুন মন, নিস্তারের মূল নারায়ণ, কর তাঁর সদা ধ্যান, অন্তে সুরপুরে হবে গমন ॥

রাগিণী বাহার তাল—ঠেকা।

চলরে মন কালী বলে। সুবাসে বাদাম তুলে। এড়িল তুফানে তরী, তরি যাবে অবহেলে ॥ সে তরী কালী নামে তরি, তাহে আপনি কালী কাণ্ডারী, রে মন ত্বরা করি, সন্ধ্যা হল দেবদত্ত বলে ॥

রাগিণী বাহার তাল—ঠেকা।

ভাই ভাবিতেছি মনে, পড়ে মায়া বন্ধনে। সে

মায়া সামান্য নহে উৎপত্তি সৃষ্টি রক্ষণে॥ মায়াতে হয়ে অজ্ঞান, অনিত্যতে যায় দিন, নিত্য কর্ম্মে না যায় মন, অতি শেষ হইতে দিনে দিনে। বিষম মায়াতে ক'রে, পরমার্থ গেল দূরে, পড়িলে শমনের করে, যাতনা বহু দিবেক প্রাণে॥ দেবদত্ত বলে মা অভয়া, হর আমার দেহের মায়া, দিতে মায়া নিতে মায়া, কেবল মহামায়া বিনে॥

রাগিণী বাহার তাল—আদ্ধা।

মরি মরি ওহে সখি শ্রীকৃষ্ণের বিরহানলে। উপায় নাহিক দেখি কি করি উপায় দেহ বলে॥ বিনে শ্যাম যদুরায়, মরি মরি প্রাণ যায়, না দেখি কিছু উপায়, সদা প্রাণ উঠে জ্বলে। না দেখিয়ে চাঁদ মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক, জানিয়া আমার দুঃখ, দেখা দিবেন কি শ্যাম দাসী বলে॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

মিছে ভাবনাতে সখি কেন প্রাণ হারাইবে। মনে কর প্রাণ কিশোরী, শ্যাম তোমায় কি দেখা দিবে। ব্রজপুরী পরিহরি, গিয়ে শ্যাম মথুরাপুরী, পাইয়ে নব নাগরী, বুঝি মজিয়াছেন তাদের

ভাবে॥ তুমি যে কাতরা অতি, তাতে কি হবে শ্যামের দুঃখ, ধৈর্য্য ধরি থাক সতী, অবশ্য প্রাণ-নাথে পাবে॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

কি বলিব ওগো সখি ধৈর্য্য না ধরিতে পারি। শ্যামের বিচ্ছেদানল আর যে সহিতে নারি॥ আমি যে অতি সরলা, তাহে হই নারী অবলা, দিবেন শ্যাম আমারে জ্বালা, আগে আমি না জানিতে পারি। বল দেখি সহচরী, এখন কি তার উপায় করি, যদি না আসেন হরি, তবে কেমন করে প্রাণ ধরি॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

অকারণে কেন সখী মিছে কেন ভেবে মর। ভাবিতে উচিত ছিল যখন নিলে প্রেম ভার॥ যে জন প্রেমিক হয়, তার প্রেমে সুখোদয়, সে প্রেম চিরদিন রয়, নাহি হয় তার সংহার। অপ্রে-মিক হয় যে জন, তার প্রেম না রয় কদাচন, অর-সিক শ্যামে দিয়ে মন, এখন কেন কেঁদে মর। সুজনে সুজনে ভাব, সুজনে কুজনে নহে সম্ভব, যদি পাও সে মাধব, সুধি ও প্রেমের ধার॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

কোথায় দিন বন্ধু হরি এক বার দেখা দাও আমায়। তব বিরহে নাথ তিলেক প্রাণ নাহি রয়॥ তুমি রাধার জীবন, কেন হ'লে নিদারুণ, যেমন দেহ প্রাণ শূন্য, দেখি সব তিমিরা-ময়। তুমি করুণা নিদান, দেহ আমায় দরশন, বাঁচাও নাথ অবলার প্রাণ, বিচ্ছেদ যাতনা দূরে যায়॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—পোস্তা।

প্রেম বিচ্ছেদানল করেছ নাথ সমাপন। দহিছে আমার মন নাহি হয় নিবারণ॥ এ অনল বড় প্রবল, নেভে নাহি দিলে জল, হইয়ে নাথ অনুকূল, কর অনল নিবারণ। আমি চাতকিনী প্রায়, শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়, তুমি নবঘন তায়, কর বারি বরিষণ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—পোস্তা।

ওহে নটবর শ্যাম দেখা দেহ অধীনীরে। তব অদর্শনে নাথ আছি কিবল স্মরিয়ে॥ আমি হই অবলা নারী, প্রেম বিচ্ছেদ সহিতে নারি, কৃপা করে বংশীধারী, পার কর বিচ্ছেদ সাগরে। তব

আশার আশায়, প্রাণ কি তাহে বাঁচিরয়, দেখ আসি ত্বরায়, তোমার রাই যায় কৃতান্ত ঘরে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—পোস্তা।

যাগো বৃন্দে মধুপুরে, জানিবে মন শ্যামের থাকি দূরে। আসিবেন না আসিবেন এইত ব্রজ নগরে। যদি তাঁর থাকে মন, আসিবেন শ্রীবৃন্দাবন, হেরে তাঁর চন্দ্রানন, সকল দুঃখ যাবে দূরে ॥ যদি না আসেন হরি, তাঁরে বল কথা গুটি চারি, তোমার সাধের রাই কিশোরী, ঝাঁপ দিবে যমুনার নীরে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল -পোস্তা।

ভাল ভাল ওহে শ্যাম এখন তো আছ ভাল। তুমি ভাল থাকিলে ভাল আমরা সকলে থাকি ভাল। ভাল এলে মথুরায় ভাল, রিপু কংস বধিলে ভাল, রাজা হ'লে শ্যাম সেই ভাল, কুব্জা রাণী তোমার সেও বড় ভাল ॥ আমরা ভাল নহি বাঁকা, তুমি শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা, তোমা হতে নাকি কুব্জা বাঁকা, বাঁকায় বাঁকা মিলেছে ভাল। এখন তোমার সকল ভাল, আমাদের না হয়

ভাল, কুব্জার প্রেমে মন দিয়েছ ভাল, কুব্জা তোমার রাই হ'তে ভাল ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—পোস্তা।

এস এস ওহে বৃন্দে কহ ব্রজের কুশল। কেমন আছেন মা যশোদা পিতা নন্দ তো আছেন ভাল। না পাইয়ে ব্রজের সমাচার, ভাবিত ছিলাম অপার, কহ বৃন্দে সবাকার, শুনি তাদের মঙ্গল ॥ ব্রজের গোপ গোপী সব, আমার প্রিয় বান্ধব, আর কেলীর বালক সব তারা ত আছেন ভাল। আর যত ব্রজের নারী, আমার সাধের রাই কিশোরী, আর আমার সব সহচরী, ভাল আছে কি না বল বল ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—পোস্তা।

ওহে শ্যাম নিরদয়, কব কি তোমায়। কহিতে লাগিলে সমুদায়, নয়নের বারি বাহির হয় ॥ তব পিতা বৃদ্ধ নন্দ, তোমার বিচ্ছেদে হইয়ে অন্ধ, কোথায় আমার প্রাণ গোবিন্দ, বলে নয়ন জল বরিষয়। মা যশোদা কাঁদিয়ে বলে, আয় কৃষ্ণ মা বলে কোলে, ডাকিবে গোপাল মা মা বলে, আর কে ডাকবে মা বলে ॥ কাকে ডাকব কৃষ্ণ

বলে, মা বলে কে আসবে কোলে, হাঁরে গোপাল কোথায় গেলে, ব্রজে করে অন্ধকাময়। তব মুখ না হেরিয়ে, বিদরিয়ে যায় হিয়ে, থাকব আমি কাকে লয়ে, সকলি দেখি অন্ধকার-ময়॥ আয় কৃষ্ণ দুখিনীর ধন, তুমি জীবনের জীবন, না হেরে তব চন্দ্রানন হৃদয় বিদীর্ণ হয়॥ এই সব বলে কাতরে, পাগলিনীর প্রায় ব্রজের ঘরে ঘরে, বলে আমার নীলমণিরে, দেখছ গো কোথায়॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—পোস্তা।

তব সম কঠিন শ্যাম নাহি দেখি হে কোথায়। পাইয়ে অবলা নারী, বিচ্ছেদ বান হান তায়॥ তোমার বিচ্ছেদ বানে, ব্রজ গোপীকাগণে, জীয়ন্ত নাহিক প্রাণে সকলি আছে মৃত্যু প্রায়॥ হা কৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ ধন বলে, ভাসিতেছে নয়ন জলে, ওহে নাথ কোথায় গেলে, একবার দরশন দাও আমায়॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—পোস্তা।

শুনে ছিলাম হরি তুমি নাকি বড় দয়াময়। এখন জানিলাম তোমার যত দয়া গোপীকায়॥ তোমার সাধের রাই কিশোরী, তার সহিত প্রেম

ছিল ভারি, এখন তুমি না চাও ফিরি, পাইয়ে নারী কুব্জায়। তোমার প্রেমিকা রাধা, যার প্রেমে তুমি ছিলে বাধা, সে এখন রহিল কোথা, ব'ল দেখি শ্যাম-রায়॥ রাই আমার চাঁদবদনী, তাঁরে কল্লে প্রেম কাঙ্গালিনী, এই ছিল কি মনে গুণমণি, তোমার লীলা না কিছু বুঝা যায়॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

ওহে নটবর শ্যাম ব্রজের ভাব কি তোমার মনে আছে। যদি মনে থাকত হরি, তবে কেন আসব তোমার কাছে॥ আসিয়ে মথুরাপুরী, রাজা হয়েছ মুরারি, ব্রজের ভাব গিয়াছ পাসরি, এখন বাধা কুব্জার কাছে। তোমার কুব্জা নাকি বড় সুন্দরী, তারে করেছ শ্যাম পাটেশ্বরী, আহা শ্যাম মরি মরি, উভয়ে মিলিয়া গেছে॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ তাল—আড়খেমটা।

তোমা বিনে বৃন্দা বনে, এখন কি সে শোভা আছে। তোমার অভাবে হরি নিরানন্দ সবে আছে॥ ধেনু বৎস্য পশু পক্ষ, কিছুই না খায় ভক্ষ, সদা আছে অধমুখ, নয়ন জলে ভাসিতেছে॥

ময়ূর ময়ূরীগণ, ভ্রমর না করে গুণ গুণ, কোকিল না করে গান, নীরব হয়ে বসে আছে। মল্লিকে মাধবীলতা, তরুলতা আর রাধালতা, যাতে তোমার হত মালা গাঁথা, সে সকল সুখায়ে গেছে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—আড়াঠেকা।

মা যশোদার রোদন শুনে অস্থির হইল মন। কাতর হয়েছেন অতি আমায় দেখিবার কারণ॥ মায়ের যে স্নেহ আমায়, সে কথা কহিবার নয়, পলকে প্রলয় হয়, আমায় না দেখেন যখন। আমার আসিবার সময়, মাকে বলে এসেছি হেথায় তাহে কাতর অতিশয়, সদা করিছেন রোদন॥ ব'ল ব'ল মায়েরে, না ভাবেন দুঃখ অন্তরে, যাইতেছি ব্রজ-পুরে, গেলে পরে কিছু দিন॥ আর ব'ল বৃন্দে মায়ের কাছে, তোমার গোপাল ভাল আছে, কংস রিপু বধ করেছে, ব্রজের অরিষ্ট গেছে এখন॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—আড়াঠেকা।

একি বল বৃন্দে সখী রাধা আমার জীবন। রাধার বিচ্ছেদে আমি বারি ছাড়া যেন মীন॥

দুর্জ্জয় মান দেখিয়ে, আমি বিদেশিনী হইয়ে, নিকুঞ্জ মন্দিরে গিয়ে, করেছি মান ভঞ্জন। শ্রীবৃন্দা-বনে যত ভাব, জান সখী তুমি সে ভাব, সে ভাব নাই আমার অভাব, যাবে না ভাব কদাচন। আমার প্রেমাধীনী রাধা, তার প্রেমে আছি বাধা, রাধা নাম সদা সর্ব্বদা, যপিতেছি নিশি দিন॥ দেবদত্ত বলে সখী শুন, রাধাকৃষ্ণ দেখ একই প্রাণ, শ্রীবৃন্দা-বনে বিরাজমান, করেছি রূপ দরশন॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—আড়াঠেকা।

কে বলে হরি তোমায় দয়াময়। যে দয়া অবলার প্রতি সে কথা কহিবার নয়॥ আমরা আহীরী নারী, না জানি শ্যাম চাতুরী, ধন মন যৌবন, সোঁপে ছিলাম রাঙ্গা পায়॥ শেষে হরি এই করিলে, বিচ্ছেদ-বাণ প্রহারিলে, বান অগ্নিতে দেহ জ্বলে, জলেতে নাহি যুড়ায়॥ রাম অবতারে হরি, জানকী লইল হরি, বিচ্ছেদ যাতনা হরি, জানত শ্যাম যদুরায়॥ সেরূপ বিচ্ছেদবাণে, বধিলে অবলাগণে, এই ছিল শ্যাম তবমনে, বুঝি নারী বধের নাহি ভয়॥ এই নিবেদন করি,

তব বিচ্ছেদে শ্যাম যদি মরি, এই ক'র হে বংশী-
ধারী স্থানদিও ঐ রাঙ্গা পায় ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

কহ কহ বৃন্দে সখী কহ শ্যামের কুশল ॥
পাইয়ে মথুরা নারী, সুখে ত আছেন ভাল ॥
একে আমরা অবলা নারী, বিচ্ছেদ বাণ প্রহারী,
মথুরাতে গেলেন হরি, কিছু দয়া তাঁর না
জন্মিল ॥ আগে ছিল শ্যামেরে ভাল জ্ঞান, তাই
সোঁপেছিলাম প্রাণ, এবে গেল কুল মান, কি করি
সখি তা বল ॥ কি কহিলেন যদুপতি, ব্রজে
আসিবার কি আছে মতি, দয়া আছে কি দাসীর
প্রতি, বিস্তারিয়ে বল সকল ॥ যদি না, আইসেন
হরি, বিচ্ছেদ জ্বালায় কেন পুড়ে মরি, মনের এ
যাতনা তরি, পান করিব গরল ॥ দেবদত্ত বলে
শুন রাই, আর থাক কিছু দিন তোমার চিন্তা
নাই, ব্রজে আস্‌বেন কানাই, যাবে এ বিচ্ছেদানল ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

অধৈর্য্য হইও না প্যারী ধৈর্য্য ধরে থাক মন।
আসিবেন তোমার প্রাণনাথ, শ্রীকৃষ্ণ বংশীবদন ॥
আমি গিয়াছিলাম জান্তে মন, ব্রজের ভাব

তাঁর আছে কেমন, জানিলাম ভাব আছে তেমন, অধিক প্রেম রাই তব প্রতি মন॥ শুনিয়ে তোমার কাতর বাণী, সলজ্জিত চক্রপানী শ্রীমুখে কহিলেন আপনি, ত্বরায় যাইব বৃন্দাবন॥ আর কহিলেন হরি, আমার সাধের রাই কিশোরী তারে কি ভুলিতে পারি, থাকিতে আমার জীবন॥ আমার যে শ্রীমতী রাধা, তার প্রেমে আমি আছি বাধা, তার রূপ সর্ব্বদা, হৃদয়ে করেছি স্থাপন॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—জৎ।

কি কহিব ওগো সখী ধৈর্য্য নাহি ধরে মন॥ অধৈর্য্য হয়েছ মন, বিনে সে বংশীবদন॥ সদত চঞ্চল মন, নাহি হয় নিবারণ, না হেরে সে চন্দ্রানন, অধৈর্য্য হয়েছে মন॥ যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি, উন্মীলন করিলে আঁখি, নাহি পাই দরশন॥

রাগিণী বাহার তাল—আদ্ধা।

এমন অধৈর্য্য মেয়ে দেখিনে গো কোথায়॥ শ্যাম বিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে প্রাণ করে গো সংশয়॥ মিছে ভাবনা কর কেন, ভাবনা বড় অলক্ষণ ভাবনাতে হারায় জ্ঞান, ভাবনাতে পাগল

হয়॥ তাই বলি ওগো প্যারী, থাক মন স্থির করি, পাবে তোমার বংশীধারী, বাঁচাবে বিচ্ছেদ দায়॥

রাগিণী বাহার তাল—আদ্ধা।

কি বলিলে ওগো সখী পাব আমি শ্যামরায়॥ আসিবেন ব্রজপুরী, মনে আমার নাহি লয়॥ গিয়ে শ্যাম মথুরাপুরী, রাজা হয়েছেন মুরারি, পাইয়ে অপ্সরা নারী, রাণী করেছেন কুব্জায়॥ সে নারী প্রেম রজ্জুতে, বাধিয়াছে শ্যামকে মনেতে, ব্রজপুরী কি পারে আসিতে, এ বিশ্বাস নাহি হয়॥

রাগিণী বাহার তাল—আদ্ধা।

বৃন্দের মুখে শুনে, ব্যাকুল হ'লেন মুরারি॥ আমার বিচ্ছেদে ব্রজে কাতর যত নর নারী॥ এতেক ভাবিয়ে হরি, গেলেন শ্যাম ব্রজনগরী, দেখেন গিয়ে সেই বৃন্দাবনের শ্রী, হয়ে গেছে সকল বিশ্রী॥ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ দেখে, কেউ নেয় কোলে, কেউ নেয় কাঁকে, যশোদা ক্ষীর মাখন দিলেন কৃষ্ণের মুখে, দেখা দিয়ে আমার মৃত্যু দেহে প্রাণদিলে বাছা সঞ্চারি॥ পরে

গেলেন নিকুঞ্জবন, প্যারীকে দিলেন দরশন, সুখ দুঃখের কথা উভয়ে কহিয়ে হলো মিলন, সুখে-গেল সে সর্ব্বরী ॥ দেবদত্ত বলে সখীগণ, যুগল-রূপ শ্যামের কর দরশন, এমন দিন আর পাবে না কখন, এইবার রাখ শ্যামকে বদ্ধ করি ॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল—কয়ালি।

জাহ উদ্ধব ওহে ভাই আমার সাধের বৃন্দা-বন ॥ দেখো এস গোপ গোপী তাহারা আছে কেমন ॥ মা যশোদা পিতা নন্দ, বুঝি তাঁহারা আছেন নিরানন্দ, ব'ল তাঁদের তোমার প্রাণ গোবিন্দ, ত্বরায় আস্‌বেন ব্রজ ভুবন ॥ জানি আমার কারণ, সদা উৎকণ্ঠিত আছে তাঁদের মন, যেন মা না করেন রোদন, বিধিমতে তাঁদের করিবে সান্তন ॥ ব'ল তোমাদের শত্রুছিল কংস, শ্রীকৃষ্ণ করেছেন তার সমূলে ধ্বংশ, ব্রজের উৎপাত সকল হয়েছে নাশ, এখন সুখে থাকুন কিছু দিন ॥ আমার সকল সখীগণ, রাই আদি করি সর্ব্বজন, ভাবিত বড় আমার কারণ, বল্‌বে শ্রীকৃষ্ণ আস্‌-বেন বাদে কিছু দিন॥ দেবদত্ত বলে সখীগণ, উথলা

হয়েছে কেন, সে হরি ছাড়া নন বৃন্দাবন, নিকটে পাবে দরশন ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—আড়াঠেকা।

কহ কহ ওহে উদ্ধব কেমন আছেন প্রাণের হরি ॥ আর কি হইবে দেখা সহিত সে বংশী-ধারী ॥ তাঁরি মঙ্গলে মঙ্গল, আমারা ভাবি কিবা কহ উদ্ধব কুশল, শুনে প্রাণ শীতল করি ॥ শুনেছি মথুরাপুরী, রাজা হয়েছেন মুরারি, রাণী নাকি কুব্জা নারী, আহা মরি মরি মরি ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল—আড়াঠেকা।

আর কি আসিবেন হরি, ব্রজপুর পরি হরি, পাইয়ে ত্রিভঙ্গ নারী, সুখে আছেন বংশীধারী ॥ এই যে শ্রীবৃন্দাবনে, রাস কেলি সখী সনে, সে সব কি তাঁর আছে মনে, ভাল আছেন রাসবি-হারী ॥ যদি থাকিত কারণ, আসিতেন শ্যাম-বৃন্দাবন, এখন নাহি সে কারণ, অকারণ মনে করি।

রাগিণী ঝিঝিট তাল—আড়াঠেকা

কহ কহ ওহে উদ্ধব কহ গিয়া শ্যামের কাছে। জ্ঞান শূন্য সখীগণ, ধুলায় পড়িয়া আছে॥ নন্দ

আর যশোদা রাণী, বলে কোথা গেল নীলমণি, মুখেমাত্র এই বাণী, নয়ন জলে ভাসিতেছে॥ ধেনুবৎস্য পশু পক্ষী তৃণাদি না করে ভক্ষ, এ দেখ লতা বৃক্ষ, সকলি সুখায়ে গেছে। ময়ূর না নৃত্য করে, ভ্রমর নাহি ঝংঙ্কারে, কোকিলি নাহি কুহরে, নিরবে শাখায় বসে আছে॥

রাগিণী ভৈরবী তাল—জৎ।

আর কি বলিব সখী আমাদের এমন কপাল। ভাল আশা করেছিলাম সে আশা নিরাসা হ'ল॥ বড় সাধ ছিল মনে, এই ত শ্রীবৃন্দাবনে, বিহারিব শ্যামের সনে, সে সাধে বিষাদ হল॥ কুব্জা চন্দন ফলে, সে ফলে কৃষ্ণকে পেলে, আমার নাহি পুণ্য ফল, কেমন করে কৃষ্ণ পাব বল॥

দুর্গানামের যে কি মহাত্ম সকল নর কি জানিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় হইলেন শিব দুর্গানাম যপি অন্তরে॥ যে জন দুর্গানাম যপে অন্তরে; সকল পাপ তার যায় দূরে; দুর্গানামে দুঃখ হরে; অবহেলে যায় ভব পারে। শুন দুর্গানামের গুণ; ভক্তিভাবে যেই জন; দুর্গানাম করে স্মরণ; অবশ্য দয়া করেন তাঁরে॥ দুর্গা কালী তারা উমা; মাতঙ্গ ভৈরবীভীমা; ষোড়শী বয়সা শ্যামা;

এ নাম নিলে যম পলায় ডরে॥ ভগবতী হৈমবতী; অভয়া অম্বিকা সতী; ধূমাবতী আর পার্ব্বতী; এ নামে পুনঃজন্ম না হয় ফিরে॥ মহেশ্বরী বিশ্বেশ্বরী স্থরেশ্বরী পরমেশ্বরী; সাকাম্বরী সঙ্করী গৌরী; নির্ব্বাণ হয় জীব এই নামেতে করে; আর দুর্গার আছে বহু নাম বহু বর্ণ; তন্ত্রে আছে তার লিখন; সে সব নাম ভজে যেই জন; মুক্ত হয় জীব ভব সংসারে॥ দেবদত্ত বলে মন; দুর্গানাম যপ রাত্র দিন; অনায়াসে যাবে কৈলাস ভবন; ঐ সকল দুর্গানামের জোরে॥

দুর্গানাম মহা মন্ত্র যপনা আমার মন। এ অলীক দেহ হ'তে পাবে তুমি পরিত্রাণ॥ এ দেহ চিরস্থায়ী নয়; যেমন জলবিম্বুপ্রায়; ক্ষণেক কাল নাহি রয় পুন জলে যেমন হয় মিলন॥ নানা বৃক্ষে ধরে নানা ফল, পাকিলে বৃক্ষে না রয় ফল, ক্রমে পতিত হয় সকল; তেমনি এ দেহকে জান॥ পূর্ব্বে জীবের আয়ু সংখ্যা ছিল নিরূপণ; কালেতে হতো দেহ পতন; কলিতে যে আয়ু সংখ্যা আছে লিখন; দেখতে পাইনে তার কোন লক্ষণ, কারো গর্ভবাসেতে; দ্বিমাসে ছমাসে বৎসরের শেষে; পাঁচ ছয় দশ বর্ষে দেহ হতেছে পতন॥ দেবদত্ত বলে মন, এদেহ নহে চির দিন; অবশ্য হবে পতন; কেহ কহিতে না পারে তার বিবরণ॥

কি আশ্চর্য্য জীবের দেহ বিধাতার হস্ত গঠন। বায়ু

অগ্নি বারি যিনি করিয়াছেন নির্ম্মাণ ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা ধন, এই দুই দেহের প্রধান ; সঙ্গে ষড়রিপুগণ ; মায়া আশা চিন্তা ভূষণ ॥ দেহের শিরে ব্রহ্ম অন্দরে ; সহস্রদল কমলোপরে, পরমাত্মা বল যারে ; শ্রবণে সুক্ষ্মরূপে আছেন ভগবান ॥ দেহের হৃদপদ্মোপরে ; পঞ্চভূত বাস করে, বায়ু আছেন তাঁর সন্নিভ্যারে ; জীবের রক্ষার্থ কারণ ॥ বায়ুর বলি শুন গুণ ; দেহ করেন চালন, আর জীবের নিশ্বাস পতন, বায়ু বন্ধে যায় জীবন ॥ দেহে আছেন জঠরানল, জীবের আহার ভস্ম করে সকল ; হয় যখন মন্দানল, জীবের হয় সংহার জীবন ॥ বারির আছে এই গুণ, জীবের পীপাসা করে নিবারণ ; আর অস্তি নাড়ি গণ, মাংসে করিয়াছেন রচণ ॥ নব ইন্দ্রিয় নিরূপণ ; নাসা কর্ণ নয়ন, শ্রবণ দশন ভক্ষণ ; আর দুই মল মূত্র নির্গত কারণ ॥ দেবদত্ত বলে হায় হায়, বিধাতার এ কি গুণোময় ; এমন দেহ চিরস্থায়ী নয় ; নরের দেহ হয় পতন ॥

এ অনিত্য দেহ জীব ধরিয়াছে কি কারণ। কখন দেহ তেজে যাবে, নাহি তার নিরূপণ ॥ কিছু দিন দেহেতে রয়ে, জীবের জীব যায় তেজিয়ে ; না আইসে পুন ফিরিয়ে ; যে গমন তার অমনি গমন ॥ বিধাতার এ দেহ গঠন ; জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগ কারণ ; ভোগ হইলে সমাধান ; দেহে জীব না রহে কদাচন ॥ দেবদত্ত বলে মন ; ধর্ম্মকর্ম্মে দেহ মন ; হও ধর্ম্ম পরায়ণ ; সেই ধর্ম্ম করিবেক নিবারণ ॥

যদি পেয়েছ অনিত্য দেহ জ্ঞান হবে ছার খার। পরম ব্রহ্ম নাম যপি কর তার প্রতিকার॥ ঋষিগণ অনাহারে পরম ব্রহ্ম ধ্যান ক'রে; অন্তে দেহ ত্যাগ করে; গমন করে স্বরপুরে॥ যে মন্ত্রে উপাসক মন; সে দেবে কর আরাধন তার চরণ সদা কর ধ্যান; এমন অলীক দেহে হবে না আর॥ দেবদত্তের এই বিবেচনা, কর গুরুমন্ত্র উপাসনা, এ ভিন্ন উপায় দেখিনা, সেই মাত্র দেহর সংস্কার॥

এ অনিত্য দেহ জন্ম তাওকি লোকে জানে না॥ দেখি-তেছে অনিবার এদেহ কখন থাকে না॥ তথাচ লোকের পাপমন; বিশ্বাস ঘাতি করে অপহরণ; আর হরে ছাপা ধন, ধর্ম্ম পানে চাহে না॥ এ সব পাপের ধন সঞ্চয়; ধর্ম্মকর্ম্ম পক্ষে না করে ব্যয়, সে ধন হয় অপব্যয়, তার ভোগে কখন লাগে না॥ যানে না আছে শমন; মনে করে আমি বাঁচ্‌ব চির দিন, যখন লয়ে যাবে ঐ শমন; দুই পয়সার কাচাবই আর দিবে না॥ যে জন কায়িক শ্রমে করে ধন সঞ্চয়; ধর্ম্ম কর্ম্ম পক্ষে করে ব্যয়, তার ধন সার্থক হয়; সে ধনের অংশ কেহ পায় না॥ দেবদত্ত বলে শুন ভাই; ভালর ভাল সর্ব্বঠাই; মন্দর ভাল কখন নাই; এই বিবেচনা করে কেন চল না॥

কি আশ্চর্য্য জীবের জন্ম, কহি শুন তার বিবরণ॥ কোথায় হ'তে আইসে জীব কোথায় বা করে গমন॥ সে জীব হয় নিরাকার; দেহে আছে সবাকার; কেহ

দেখিতে নাহি পায় তার আকার; দেহে কোথায় তার বাস-স্থান॥ যখন জীব গর্ভের প্রবেশ করে; কেহ দেকৃতে পায় না তারে; যে রমণী গর্ভধরে; সেহ না পায় সন্ধান॥

রমণীর গর্ভস্থানে আছে এক প্রফুল্ল কমল। যখন রজ হয় প্রবল; থাকে রজ সপ্ত দিন॥ রেত বিন্দু পড়িলে তায়; সেই শনিতে মিলায়ে যায়; তাহে জীব আসি করে আশ্রয়; পদ্ম মুদিত হয় ততক্ষণ॥ রেতে শনিতে হয় এক স্থান; জীবের দেহ বিধি হাতে করেন নির্ম্মাণ; সেই দেহে জীবের কোথায় স্থান; তাহা কেহ না জানেন॥ চারি পাঁচ মাসে হয় দেহ গঠন; জীবের হস্ত পদ শিরে শ্রবণ; অস্থি মাংস নাসা নয়ন; গর্ভে থাকে জীব দশমাস দশ দিন॥ যখন জীব ভুমিষ্ঠ হয়; ক্রমে দেহ তার বৃদ্ধি হয়; বায়ুর যোগে কথা কয়; সেই জীব কিছু দিন করে কাল যাপন॥ দেবদত্ত বলে শুন; দেহ ছাড়ি জীব যায় যখন; কেহ না পায় তার দরশন; যেমন পবন বহে সমিরণ॥

মায়া আর চিন্তা বস্তু এই দুই বিধির রচণ। অধিক মানব দেহে করিয়াছেন সমার্পণ॥ মায়া ও ভাবনার; আকার কেবল শুন্যাকার; দেহে থাকি সবাকার, করে জীবের ধর্ম্ম পথে কণ্টক রোপণ॥ মায়া করে জ্ঞান হত; চিন্তা অর্থ-সম্পাদ; না ভাবে জীবের মুক্তিপদ; কু-পথে

করায় গমন॥ যে জন সাধু জ্ঞানী হয়; দূরকরে দেয় সে মায়ায়; তার চিন্তা অনুগত হয়; সেই চিন্তায় চিন্তে হরির চরণ॥ দেবদত্ত বলে এ দোহার; এদের সঙ্গে আছে ছটা আর; বেড়াচ্চে করে অহঙ্কার; জানে না আছে দর্প হারী ভগবান॥

কি আশ্চর্য্য মনের আশা বিধি করিয়াছে গঠন॥ সে আশা জীবের প্রতি; দেওয়া প্রবোধ কারণ॥ মনের আশা জান কেমন; ভোজবাজী সত্য নয় যেমন; তেম্নি আশা করে শূন্যে ভ্রমণ; আশা পূর্ণ হওয়া বড় কঠিন॥ যদি বল সে আশা নয় মিছে; আশাতে জীব বেঁচে আছে; বল দেখি কার আশা পুরিয়াছে, করে জীব সদা আশা পথ নিরীক্ষণ॥ আশা পূর্ণ হয় না কখন; যদি কিঞ্চিৎ আশা হয় পুরণ; পরে সেই আশা বাড়ে শতগুণ; না হয় তার আশা নিবারণ॥ দেবদত্তের মনে নাইক আশা; যদি পুরাণ মা কালী মনের আশা; তাঁর চরণমাত্র ভরসা; সদা ভাবি সেই শ্রীচরণ॥

কি আশ্চর্য্য ওহে বিধি ব'লব কি আর তোমারে॥ মায়া আশা চিন্তাদি দিয়েছ মানুষের শরীরে॥ আর দিয়াছ রিপুছয়; তাহারা দেহের শত্রু হয়; ক্ষুদ্র জীবের উপর তোমার ভারি অন্যায়; তবে মানুষ বাঁচে কেমন করে॥ এ সকল একত্র হয়ে; হরি ভক্তি দেয় উড়ায়ে; ধর্ম্ম পথ রাখে রুদ্ধ করে; ডুবায় পাপের সাগরে॥ দেব-

দত্ত বলে ধাতা শুন; ক্ষুদ্র জীবের উপর অন্যায় কেন; এ সকল শত্রু শরীরে না পায় স্থান; দেহ তুমি দূরে করে॥

সত্য আর মিথ্যা এই কথা লোকে কয়॥ সত্যই বা কি, মিথ্যাই বা কি, সকলে না জানেন তাহার নিশ্চয়॥ সত্য যে কেমন; আর মিথ্যার ও কথন কি জানেন জ্ঞানী জন; শাস্ত্রতে আছে নির্ণয়॥ যে জন সত্যশীল হয়; সত্য কথা সদা কয়; সত্যে বিচলিত নয়; তারে সত্যবাদী সবে কয়॥ সত্যতে যার আছে মন; সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ; সত্য চাহে অনুক্ষণ; সত্যধর্ম্ম করে তারে আশ্রয়॥ যারে ভাব সত্য নিরঞ্জন; আর সত্যব্রহ্ম সনাতন; সত্য কিবল নারায়ণ; আর অসত্য সমুদয়॥ এই ত সত্যের গুণ; কিছু করিলাম বর্ণন; যে সত্য ভাবে নারায়ণ; তাকেই সত্য বলা যায়॥ যে বা মিথ্যা কথা-কয়; মিথ্যায় লোক মজায়; মিথ্যাকথা সত্য সাজায়; তারে মিথ্যাবাদী সবে কয়॥ মিথ্যাবাদীর নাই পৌরষ; লোকে গায় অপযশ; ধর্ম্ম না যান তার পাশ; বলে তারে মহাপাপী দুরাশয়॥ আর মিথ্যার শুন গুণ; জীব করে জন্ম গ্রহণ; মিথ্যা শরীর করে ধারণ; সে শরীর পতন হয়॥ মিথ্যা পুত্র পরিবার; মিথ্যা ধন ঐশ্বর্য্য আর; মিথ্যা আপন কলেবর; মরিলে সকল পড়িয়ে রয়॥ মিথ্যা এ সংসারে জন্ম; মিথ্যা করে ঘর আশ্রম; সত্য

নয় এ তার মনের ভ্রম ; মিথ্যা শব্দ এ চির দিন নয় ॥ দেবদত্ত বলে শুন, সত্য কিবল নারায়ণ ; কর তার ভজন সাধন ; এড়াবে শমনের দায় ॥

রাগিণী ললিত তাল—আড়াঠেকা।

এই যে জয়ন্তী তোমার এলো, গিরিরাণী গো ॥ হের আসি উমাশশি, তব ভবনে উদয় হ'ল ॥ লয়ে কার্ত্তিক গণপতী, সঙ্গে লক্ষী সরস্বতী, এলো তোমার হৈমবতী, জগত করিয়ে আলো ॥ যাঁর জন্য রাণী ভাবিতে সদা, গৃহে দেখ তোমার সেই মা অন্নদা, সিংহ বাহনে মোক্ষদা, হেরে জনম কর সফল ॥ দেবদত্ত বলে শুন রাণী, এলো গৌরী জগত জননী, সমন পলায় যার নাম শুনি এমন মেয়ে কে পায় বল ॥

রাগিণী বিভাস তাল—আড়াঠেকা।

এসো এসো ওমা দুর্গা আমার জীবনের ধন ॥ সমবৎস্যর আমি তোমার নাহি হেরি বিধুবদন ॥ এসো উমা করি কোলে, কেমনে ছিলে মা মায়ে ভুলে, মনে পড়েছে কি মা মা বলে, তুমি দুর্গা বড় কঠিন ॥ তুমি আসিবে বলিয়ে, থাকি পথ নির-

খিয়ে, তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে, বারি বহে দুনয়নে ॥ আজ আমার শুভদিন, মম গৃহে তব আগমন, হেরে তব চন্দ্রানন, জুড়াল মায়ের মন ॥

রাগিণী বিভাস তাল—আড়াঠেকা।

কি আনন্দ গিরিপুরে, গৌরী আগমনে ॥ নিত্য নিত্য বাদ্য সদা করিছে অপ্সরাগণে ॥ সপ্তমী অষ্টমী আদি, করে নানাবিধ নৈবিদ্য পূজা হইতেছে নিরবধি, যেমত বেদের বিধানে ॥ যত পর্ব্বত কুমারী, পূজা করিতেছে গৌরী, নানা পুষ্পাঞ্জলি, করি, দিতেছে গৌরীর চরণে ॥ দেব-দত্ত বলে তাই, আনন্দের সীমা নাই, নিরানন্দ কেহ নাই, অবতীর্ণ গিরি ভবনে ॥

রাগিণী বিভাস তাল—আড়াঠেকা।

মা এলে কি গো শিবশঙ্করী। নিদয়া সদয়া উমা কেমনে ছিলে শুভঙ্করী ॥ কত দিবসাবধি নাহি হেরে, বিদরিয়া যায় হিয়ে, কি আকার চমৎ-কার, বুঝি এমন রূপ সদা নিরীক্ষণ করি ॥ কিবা মায়া মহামায়া, কে বুঝিবে এমন তোমার মায়া, আমাদের মা কর গো দয়া, জগতমাতা ভয়ঙ্করী ॥

রাগিণী বিভাস তাল—আড়াঠেকা।

উমা এসো তোমায় কোলেতে করি। পাষাণী হয়ে ছিলে তোমায় বৎসরাবধি নাহি হেরি॥ যেমন তুমি মহামায়া, কে বুঝিবে তোমার মায়া, না হেরে মা হলেম সারা, কৈলাসপতি আজ্ঞা কারা॥ সপ্তমী অষ্টমী তারা, আনন্দের নাহি ধরা, নবমীতে হবো সারা, তাই সদা ভেবে মরি॥ সপ্তমী অষ্টমী জয়া, কে বুঝিবে মহামায়া, আনন্দে হলেম সারা, শেষে এমনি ধারা, কাঁদাবি কি নয়নে তারা, সদা ভেবে আমি মরি॥

কি বলিব ওহে বিধি নাহি তব বিবেচনা॥ মুর্খের হাতে নাঠি দিলে লঘু গুরু সে মানে না॥ তুমি যত সৃষ্টি করিয়াছ; যে যেমন তারে তেমনি ভার দিয়াছ, যে নিয়ম করিয়াছ, তার অতিরিক্ত কেহ করে না॥ কলি বেটা দুষ্ট অতি, যুগের ভার দিয়াছ তার প্রতি, ধর্ম্মের সঙ্গে তার সতাসতি, তোমার নিয়ম মাপিক চলে না॥ বেটা বড় বিষম পাজি, ধর্ম্মের সঙ্গে কার-সাজি, যে তার মতে চলে তারে রাজি, ধর্ম্ম কথা শুনে না॥ বেটার দেহ পাপে ভরা, কর্ত্তে চায় লোককে আপন ধারা, ধার্ম্মিক লোক হন যাঁহারা, তাদের কিছুই লওয়াইতে পারে না॥ যখন নলরাজার দেহেতে প্রবেশে, জ্বলে মরেছিল

কর্কটনাগের বিষে, ঋতুপর্ণ রাজার মন্ত্র অভ্যাসে, রাজ দেহে থাকিতে পারিলেক না॥ কলি বেটা বড় ঠেটা, লজ্জা নাই বেটার নাক কান কাটা, রাজা পরীক্ষিতের হাতে যেতে মাথাকাটা, কাতর দেখে রাজা বধিলেক না॥ অন্য অন্য যুগ ছিল মহত তোমার মাপিক তারা চলিত, তাহারা লোকের ধর্ম্মে আঘাত না করিত, অধার্ম্মিকের মুখ দেখিত না॥ কলি বেটার আইন সকলে শুন, পিতা-মাতাকে না দিবেক অন্ন বাসস্থান, আর বলিবেক কুবচন, শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেক না॥ পিতার সঙ্গে হবে অনক্য, কবে নাকো মিষ্ট বাক্য, স্ত্রী হবে প্রাণের সখ্য, পিতা মাতার মুখ চাবেনা॥ পিতা পুত্রে হবে ভিন্ন, মাতা পিতাকে না দিবে অন্ন, কর্‌বে তাদের তৃণ জ্ঞান, পিতা মাতার দোষ বই আর গাবেনা॥ ব্রাহ্মণের বেদ-পাঠ যাবে দূরে, যাগ যজ্ঞ কেবা করে, ত্রিসন্ধ্যা করবে সাহেবের ঘরে, উইল সেনের মিঠাই বই আর খাবে না॥ ব্রাহ্মণ ধন-লোভী হবে, অতি নীচজাতের দান গ্রহণ করিবে, এক পয়সা না ছাড়িবে, জাতের বিচার করিবে না। করিবে অগম্য গমন, অখাদ্য করিবে ভোজন, মদ্য মাংসে স্থির করিবে মন; গাইত্রি পলাইতে পথ পাবে না॥ শাস্ত্রে লেখা আছে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, তার পরিবর্ত্তে করিবে কুকর্ম্ম, না থাকিবে জ্ঞান ধর্ম্ম, বলিবে শাস্ত্র মিথ্যা রচনা॥ নারী লোকের পতি ভক্তি উড়ে যাবে, পতির সেবা

না করিবে, আর তারা পতির বাক্য না শুনিবে, পতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে না॥ পতিকে দিবে গালা গালি, উপপতির সঙ্গে যাবে চলি—মদ্য মাংস খেয়ে করিবে কেলি, জাতের বিচার করিবে না॥ কোন নারীর স্বামীর পাঁচ ভাই হয়, স্বামী দশ টাকা করে উপায়, ভাইদিগকে প্রতি পালন করয়, দেখে মাগির হিংসা হয় ভিন্ন হবার করে মন্ত্রণা॥ স্বামীকে এই কথা বলিবে, তুমি দশ টাকা উপায় করিবে, সকল যদি তোমার ভাইদের খাওয়াইবে, অসময় তোমায় তারা কিছুই দিবেন না॥ লোক সব দায়গ্রোস্থ হয়ে, ঋণ করিবে; পারত পক্ষে না শোধিবেক, চাইলে বিবাদ করিবে; উড়াইয়া দিতে পারিলে ছাড়িবেক না॥ আর লোক সব হবে বিশ্বাস ঘাতি করিবে চুরি ডাকাতি; অপহরণ করিবে গলায় দিয়ে কাতি, ধর্ম্ম পানে চাবে না॥ আর লোক সব এই করিবে, মিথ্যা কথা কহে লোক মজাবে; দু-আনা পেলে হলপ করিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবচনা করিবে না॥ যে জন জমিদার হবে, ব্রাহ্মণের বিত্তি ছেদ করিবে; অবিচারে প্রজার দণ্ড দিবে; তার যথার্থ বিচার করিবে না॥ দেব-দত্ত বলে বেটা কলি; লোকের ধর্ম্ম পথ সব মজালি; যত ধার্ম্মিক তোমাদের বলি, বেটার মুখে মুতে কেন দেওনা॥

কালের নারীদিগের উক্তি।

পতিব্রতা সতী নারী দেখ্‌তে নাহি পাওয়া যায়॥ হাজারের মধ্যে দুই একজন থাকৃতে পারেন বোধ হয়॥ যে নারী সব পতিব্রতা সতী, গুরু হইতে অধিক পতি ভক্তি, পতিগতি পতিমুক্তি, পতি তাঁহাদের সর্ব্বময়॥ কৃতাঞ্জলি করপুটেতে, সদা থাকেন পতির নিকটেতে, চলেন পতি আজ্ঞা মতে, যখন যা বলেন পতি করেন তাই সমুদয়॥ পতির সেবা করেন বিধিমতে, অন্ন পান দেন সময়েতে, পরে পতির ভোজনান্তে, পতির নিয়মিত কর্ম্ম করেন সায়॥ পরে সংসারেতে গিয়ে, অতিথি পথিক ভুঞ্জাইয়ে, পতির অনুমতি লয়ে, পতির প্রসাদ অন্ন পাওয়া হয়॥ যদি পতি কাহার কথায় হন রুষ্ট, বচন কহিয়ে মিষ্ট, করেন পতিকে সন্তুষ্ট, বলেন এদের দোষ ক্ষম মহাশয়॥ তাঁদের পতি-ধর্ম্ম পতি-কর্ম্ম, পতি হন ব্রত নিয়ম, তাঁরা জানেন পতির মর্ম্ম, অন্যে কি জানিবে তায়॥ যদি পতি পাপী হয়, আপন পুন্য দিয়ে পতিকে তরায়, ম'রে পতির সঙ্গে যায়, পতি ছাড়া কভু নয়॥ শুনেছি সাবিত্রী সতী, বাঁচাইল আপন মৃত পতি, শশুরকে দিলেন রাজত্ব, শেষে হ'ল তাঁর শত-তনয়॥ দেবদত্তের এই বচন, পতিব্রতা দেখিয়ে শমন, করে তাঁদের মাতৃ সম্বোধন, বলেন মা তোমারা

নারায়ণেরে লক্ষীর প্রায়॥ মধ্যম পতিব্রতা সতীগণ, পতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি কিছু করেন, থাকেন পতির বসতাপন্ন, কিন্তু সাধ্বী পতিব্রতার তুল্যনয়॥

এ মহীমণ্ডলে অসংখ্যা নারীগণ। সকলে সমান নয় যে যে নারী হয় তেমন॥ কোন নারী হয় পতিভক্তা, কোন কোন নারী করে পতি ত্যাগ, কেহ পরপুরুষে রতা, কার কার আছে ধর্ম্ম জ্ঞান॥ অধম দুষ্টা নারীগণ, পতিকে করে তৃণ জ্ঞান, না হয় পতির বসতাপন্ন, না শুনে পতির বচন॥ পতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করে কখন, সেবাকে দিয়াছে বিসর্জ্জন, আর কহে কর্কশ বচন, পতিকে করে জ্বালাতন॥ পতি খাদ্য দ্রব্য যত আনি দেয় যত পারে আপনি খায়, চুরি ক'রে করে বিক্রয়, তাতে সঞ্চয় করে কিছুধন॥ পতি যদি অন্ন খেতে চায়, ঘরে থাক্‌তে নাহি দেয়, আপনি খেয়ে বসে রয়, বলে রন্ধনের নাহি কিছু আয়োজন॥ পতি যদি বলে এনেদিই যত, বল ঘরে নাহি কিছুমাত্র, শোল-কই শূলার মত, দেখি তব আচরণ॥ পতির এই সকল কথায়, যেন অগ্নি জ্বেলে দিলে গায়, গালিদিয়ে ভূতভাগায়, ইচ্ছা করে নুড়োজ্বেলে তোর পোড়ার মুখে দিই আগুণ॥ বলিস যত তোরে এনেদিই, তুই মনে করিস আমি খাই, তোরে কিছু নাহি দিই, একথায় হয় না কেন, কেন তোর মরণ॥ এই বুঝি করিস মনে, আমি চুরি কর্‌ব তোর জন্যে, এনে-

রেধে দিব পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, কুঁড়েরাম তুমি কর্‌বে ভক্ষণ॥ জানি আমি খুব তোরগুণ, কখন দিছিস কি আমায় কোন আভরণ, তাই শুনিব তোর বচন, যখন যা বলিবি তাই করিব তখন॥ পতি রাগে যদি দুটো কথা কয়, অম্‌নি নারী বাঁ পা উঝয়, বলে তোর মুখ ভেঙ্গে দিব নাথির ঘায়, তোর কোনবাপে করে রক্ষণ॥ এম্‌নি কয় কটু বচন, পতিকে করে জ্বালাতন, কেহ কেহ পর-পুরুষ লয়ে করে গমন॥ যে যে নারী ঘরে থাকে পতিকে চিরদিন করে জ্বালাতন॥ এক ঋষির স্ত্রী চণ্ডী নামে, সে ঋষির কথাও না শুনে কানে, স্বামী ভক্তি কিছুই না মানে, তার জন্যে, ঋষি সর্ব্বদা জ্বালাতন॥ এক দিন ঋষি চণ্ডীকে কন, অদ্য আমার পিতৃ শ্রাদ্ধ দিন, কর দেখি ফল ফুল আয়োজন, করিব আমি পিণ্ডদান॥ চণ্ডী কয় শ্রাদ্ধ করিলে কি হইবে, মরা গরুর ঘাস কেন কাটিবে, তোমার বাপ কি আসি পিণ্ড খাবে, আমি পারিব না করিতে ফল আয়োজন॥ এমন সময়ে এক ঋষি আসি অতিথি হন, শুনিলেন আপন-কর্ণে চণ্ডীর বচন, বড় রাগে চণ্ডীকে কন, পতির বাক্য শুন, না হও পাষাণ॥ দেবদত্ত বলে শুন, দুষ্টা নারীর এই সব গুণ, ম'লে পর না পাবে স্থান, নরক ভুঞ্জিবেক চির দিন।

ওমা দাক্ষায়ণী শিবে কহি তব বিবরণ। শিব নিন্দা শুনি কর্ণে ত্যজিলা আপন জীবন॥ দেখে তব সঙ্গিদান-

গণ, দক্ষকে করি অপমান, যজ্ঞের সামগ্রী করিয়া ভক্ষণ, ভৃগুর দাড়ি গোঁপ করিলেক উৎপাটন॥ শিব প্রেরিত বীরভদ্র গিয়া, দক্ষের মস্তক দিল উড়াইয়া, যজ্ঞকুণ্ড প্রশ্রাবে ভাসাইয়া, কৈলাসে করিলেন গমন॥ বীরভদ্রের মুখে শুনি বিবরণ, শিব গেলেন সেই যজ্ঞস্থান, তব দেহ পতিত দেখিয়ে তখন, খেদ করিয়া শিব করিছেন রোদন॥ তৎকালিন ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিয়ে, বিধি মতে শিব্‌কে বুঝায়ে, কহিলেন, দক্ষকে দেহ বাঁচাইয়ে, দক্ষ পাউক আপন জীবন॥ নন্দির শাপ সত্য করিবার কারণ, একটা ছাগমুণ্ড আনি ততক্ষণ, দক্ষের স্কন্ধে বসিয়াদিলেন তার প্রাণ॥ তব অঙ্গ ত্রিশূলে বিধে, চলিলেন শিব আকাশ পথে, বিষ্ণু কহেন ব্রহ্ম কি করি ইথে, দেখি তোমার সৃষ্টি যাবার লক্ষণ॥ বিষ্ণু হরের পশ্চাতে করি গমন, হাতে অস্ত্র লয়ে সুদর্শন, তব অঙ্গ করিলেন ছেদন, তাহে একান্ন খণ্ড হ'ল গনন॥ যে যে খানে অঙ্গ পড়িল, মহাপিট সে স্থান হ'ল, এক এক ভৈরব নিয়জলি, তব অঙ্গ রক্ষার কারণ॥ তখন দেখেন শিব ত্রিশূল পানে চেয়ে, তব অঙ্গ না দেক্‌তে পেয়ে, উত্তর বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম ধারে, ত্রিশূল করিলেন স্থাপন॥ স্মরণ করিতে এলো বিশ্বকর্ম্মা, কহিলেন ত্রিশূল পরে রাখ কাশীধাম, চিরদিন করিব বিশ্রাম, করিব না কৈলাসে গমন॥ তুমি পিতার যজ্ঞে দেহ ত্যাগ করিয়ে, মেনকার গর্ভে

জনম নিয়ে, পুন সেই শিবকে পাইয়া, উভয়ে কাশীধামে করিলে গমন॥ সে স্থানে নাম তোমার অন্ন পূর্ণা, বিরাজমান আছ শিব সনে, দেবদত্তের এই বাসনা মনে, প্রাণে ত্যজি যেন তব সন্নিধানে॥

কোথা আছ ওহে হরি কহ তার বিবরন। রাত্র দিন ডেকে মরি না পাই তব অন্বেষণ॥ শুনেছি তুমি ভক্তাধীন, ভক্ত গত তব প্রাণ, ভক্ত ডাকিলে ততক্ষণ, দিতে আসি দরশন॥ শুন ওহে যদুপতি, তব মুখের এই ভারতী, পদমেক নগচ্ছতি পরিতেজ্য বৃন্দাবন। দেখলেম গিয়ে শ্রীবৃন্দাবন, তব প্রতিমূর্ত্তি পাষাণে গঠন, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন, এই তিন বিরাজমান॥ যত নরনারী যায় বৃন্দাবন, তব প্রতিমূর্ত্তি করে দরশন, যমুনায় করে স্নানদান, তব বিহারের স্থান মহাত্ম কারণ॥ যদি বল শ্রীক্ষেত্রেতে, আছি জগন্নাথ মূর্ত্তিতে, ভোজন করি উড়িষ্যাতে, মম প্রসাদ সকলে করে ভক্ষণ॥ জানি তব প্রসাদের গুণ, একত্রে মিলে ছত্রিশ-বর্ণ তব প্রসাদ করে ভক্ষণ, তাতে বিকার না হয় কদাচন; যথার্থ করে ভোজন, নহিলে প্রসাদের গুণ এত হবে কেন; কিন্তু যখন কর তুমি ভোজন, নর লোকে না পায় তব দরশন॥ তুমি হতে যদি সেই জগন্নাথ, তোমাকে লোক দর্শন করিবামাত্র, ফিবে ঘরে লোক নাহি যেত, সকায়ায় বৈকুণ্ঠে করিত গমন॥ দেবদত্ত বলে হরি, সকলি তোমার চাতুরী কলিকালের নর নারীকে না দিবে তুমি দরশন॥

কি কহিব বিধাতারে, বিবেচনা নাহি করে॥ ষড়-রিপু দিয়েছেন ক্ষুদ্র জীবের শরীরে॥ যার একটা রিপু দেহে রয়, জীবকে আপন স্বভাবে লয়ে যায়, ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা দেয়, নানা মতে নষ্ট করে॥ তাতে ছটা রিপু একত্রে, আপনাপন স্বভাবে লয় জীবেরে, রাখে ধর্ম্ম পথ রুদ্ধ করে, ডুবাচ্চে পাপের সাগরে॥ লোভের বলি শুন গুণ, না যানে সে পর আপন, নানা রকম ধন করে হরণ, ধর্ম্ম ভয় নাহি করে॥ মোহের শুন বলি গুণ জীবকে ক'রে রাখে অজ্ঞান, মিথ্যা ভাবনা ভাবে অনুক্ষণ, মোহে জীবকে পাগল করে॥ কাম বড় দুষ্ট জন, নাহি বাছে গুরুজন অগম্য করে গমন, ধর্ম্মভয় নাহি করে॥ ক্রোধ বেটা বড় দুর্জ্জন, নাহি মানে গুরুজন, কটু কয়, প্রহারে লয় জীবন, ধর্ম্মভয় নাহি করে। আর ক্রোধে এই হয়, বিষ খায় গলায় দড়ি-দেয়, গো-হত্যা স্ত্রীহত্যার না করে ভয়, ধর্ম্ম দিকে না চায় ফিরে॥ মদ মাৎসর্য্যের গুণ শুন, বলে মম সম নাই ত্রিভুবন, গুরুকে করে তৃণ জ্ঞান, মরে আপন অহঙ্কারে॥ আর ষড়-রিপুর আছে বহু গুণ না লিখিলাম বাহাল্য কারণ, কে বল্‌তে পারে তার নিরূপণ, নানা রকমে রিপুর কর্ম্ম করে॥ যে হয় সাধু পণ্ডিত জন, ষড়রিপুকে দেহে না দেয় স্থান, পদাঘাতে তাদের দূর করে দেন, লজ্জা ভয়ে পলায়ন করে॥ দেবদত্ত বলে মন, রিপু নয় কখন আপন, দেহ থেকে করে শত্রুপন, শত্রুরের ব্যবহার তাই করে॥

হিংসা যে কেমন ধন, তাবুঝি জান না মন। হিংসক লোক কভু নাহি পায় পরিত্রাণ॥ যে পরস্ত্রী দেখে কাতর হয়, পরের ধন দেখে তার বুকফেটে যায়, পরের সৎকর্ম্মে মর্ম্মে ব্যেথা পায়, চারি পো পাপে হয় সে পরিপূর্ণ॥ সপত্নীর আগে দে'খে নন্দন, হিংসাতে বিনতা কন, মম ডিম্বে আগে না হলো সন্তান, এত বলি অকালে ডিম্ব ভঙ্গ করিলেন॥ কালপূর্ণ না হইতে, বিপক্ষ অরুনজন্মিয়ে তাতে বলিলেন মা কি কর্ম্ম করিলে, হিংসাতে কর বিমাতার দাসীপন, পূর্ব্বে রাজা কুরুপতি হিংসা ক'রে পাণ্ডুসুত প্রতি, শেষে হলো এমন দুর্গতি, সবংশে মলো রাজা দুর্য্যোধন॥ তাই বলি তোমারে মন, পর হিংসা করনা কদাচন, পর উপকারে বাড়ে ধর্ম্ম ধন, পর হিংসা হয় পাপ উপার্জ্জন॥

কি কব তব নাট্য খেলা ওহে প্রভু নিরঞ্জন। এক ব্রহ্ম কিন্তু তুমি, অনন্তরূপ কর ধারণ॥ নিরাকার তেজময়, তব তেজে সৃষ্টি সমুদয়, তুমি দেব বিশ্বময়, জগত জীবের জীবন॥ তুমি পুরুষ প্রধান, শক্তিরূপে প্রকৃতিগণ, সত্য রজ তম গুণ, ত্রিগুণেতে পরিপূর্ণ॥ তুমি মৎস্য বরাহ কূর্ম্ম, রাম কৃষ্ণ আদি বামন, নৃসিংহরূপ করে ধারণ, হিরণ্যকশ্যপুকে করিলে নিধন॥ তুমি দুর্গা আদ্যা-শক্তি, আর লক্ষ্মী সরস্বতী, স্বর্গে দেবদেবী প্রভৃতি, তুমি প্রভু সনাতন॥ তুমি বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন, রবিশশি বায়ু বরুণ,

ইন্দ্র যম হুতাশন, দশ-দিগপালকগণ॥ তুমি স্বর্গ তুমি মত্য, তুমি অমরাবৃন্দ যত, বিমানে যত নক্ষত্র, পাতালে অনন্ত আদি নাগগণ॥ তুমি দেব ঋষি, মুনি মানব, কিন্নর অপ্সরা গন্ধর্ব্য, সিদ্ধকারণ আদি সর্ব্ব, খেচর ভূচরগণ॥ তুমি জল তুমি স্থল, তুমি আকাশ ভূমণ্ডল, তুমি পর্ব্বত জঙ্গল, বন আদি উপবন॥ তুমি নদ তুমি নদী, তুমি তড়াঘ পুষ্করণী আদি, তুমি সপ্ত সিন্ধু নদী, জলে জলচর-গণ॥ তুমি পশু তুমি পক্ষী, তুমি লতা তুমি বৃক্ষ, তুমি নিজে অশ্বথ্ব বৃক্ষ, সকলি তুমি নারায়ণ॥ তুমি অসিত লক্ষযোণী, কীট পতঙ্গ আদি কৃমি, সর্ব্ব ভূতে আছ তুমি, অহে প্রভু ভগবান॥ দেবদত্ত কয় বিশ্বময়, রাজা যুধিষ্ঠী-রের রাজসূয় সময়, বিশ্বরূপ ধরে দেখালে কায়া ত্রিলোক করিলেক তোমায় দরশন॥

সমাপ্ত।